□ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা □ বিসিএস □ ব্যাংক পরীক্ষা
□ বিভিন্ন চাকুরীসহ যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য

ঢাবি 'খ' ইউনিট, গুচ্ছ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে
ভর্তি পরীক্ষায় সাম্প্রতিক বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির জন্য

২০২৫

বর্ষ ১৩

জোবায়ের'স সিরিজের

সাম্প্রতিক ক্যাপসুল

৪

জোবায়ের'স সিরিজের
বিশেষ আকর্ষণ!!!
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য
সাধারণ জ্ঞানের চূড়ান্ত সাজেশন
ALL IN ONE
সারাদেশে পাওয়া যাচ্ছে...

গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য
HSC'র বিষয়ভিত্তিক বোর্ড
বই বিশ্লেষণে রচিত
জোবায়ের'স সিরিজের
মৌলিক GK
বইটি সারাদেশে পাওয়া যাচ্ছে...

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক

প্রকাশকাল : ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

রচনা ও সম্পাদনায়
জোবায়ের আহমেদ
লেখক- জোবায়ের'স GK

আলিম রাজী
বি.এস.এস (সম্মান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন: 01740-080432

নির্ধারিত মূল্য: ৩০/-

CS CamScanner

সাম্প্রতিক ক্যাপসুল-৩ এর উপর ২টি ফ্রি মডেল টেস্টের ক্রেস্ট বিজয়ীরা হলেন-

Position	Name	College
1st	Mehzabin Ahmed	Holy Cross College
2nd	Mehnaz Hossain Mati	Holy Cross College
3rd	Masfia Rahman Diya	Govt. Sarada sundari mohila college
4th	Masrur Saif	Notre Dame College
5th	Abdul Aziz	Dhaka Udyan Govt College

ক্রেস্ট বিজয়ীরা ক্রেস্ট গ্রহণের জন্য তাদের নাম ও ছবিসহ যোগাযোগ করুন- **01782-141646 (Whatsapp)**

সাম্প্রতিক ক্যাপসুল-৩ এর

মেগা কুইজ ও মেগা পুরস্কার বিজয়ীদের

Congratulations!

Afrida Zeba
Sarada Sundori Mohila College Faridpur

Arif Ullah Bin Kaisar
Pashchim Gujra Munira Darussunnah Senior Madrasa

২য় পুরস্কার বিজয়ী

MD Tanim Hossain
Govt. Khan Bahadur Ahsanullah College

Abdul Aziz
Dhaka Udyan Govt. College, Mohammadpur

Maliha Binta Mostafa
Vigarunnisa Noon School and College

৩য় পুরস্কার বিজয়ী

Anjuman Ara Jui
Jobaida Rahman Mohila Degree College

Mehedi Hasan
Wali Newaz Khan College, Kishoreganj

Tasmim Islam Ria
Govt. Bangla College, Dhaka

Sohanur Rahman Sohan
Birshestha Noor Mohammad Public College

Md. Nayeem Islam
Barrister Jamir Uddin Sircar Institute

পুরস্কারপ্রাপ্তরা পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য যোগাযোগ করুন- **01782-141646 (Whatsapp).**

সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশারের পতন, বিদ্রোহের নেতৃত্বে তাহরির আল-শাম

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ শুরু হওয়া সশস্ত্র হামলায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন হয় ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪। এ হামলায় অংশগ্রহণ করে হায়া'ত তাহরির আল-শাম, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (তুরস্ক), সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্স (কুর্দি) সহ কয়েকটি সশস্ত্র গ্রুপ (জোটটির নাম একত্রে- মিলিটারি অপারেশন কমান্ড)। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় হায়া'ত তাহরির আল-শামের নেতা বা আমির আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি। সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আল-বশির।

বিদ্রোহের নেতৃত্বে সিরিয়া ভিত্তিক সংগঠন হায়া'ত তাহরির আল-শাম (HTS)

- ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়
- সদর দপ্তর সিরিয়ার ইদলিব গভারনোরেট-এ
- সংগঠনটির আমির আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি
- সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের স্বৈরাচারী শাসন থেকে সিরিয়াকে মুক্ত করা
- সিরিয়ার সরকার বাহিনীর উপর হামলা শুরু করে ২৭ নভেম্বর, ২০২৪

আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি

- প্রকৃত নাম- আহমেদ হুসাইন আল-শারা।
- জন্ম- রিয়াদ, সৌদি আরব।
- খলিফা হযরত উমর (রা.) এর বংশধর মনে করা হয়।

সিরিয়ার আলোচিত শহর

- বৃহত্তম শহর ও রাজধানী- দামেস্ক; দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর- আলেপ্পো।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হলো- রাক্কা, হামা, দুরা-ইউরোপোস।
- সেমেটিক শহর 'পালমিরা' অবস্থিত- সিরিয়ার হোমস প্রদেশে।
- স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদবিরোধী অভ্যুত্থানের সূতিকাগার শহর- দারা।
- ইসরায়েল অধিকৃত 'গোলান মালভূমি' যে দেশের অংশ- সিরিয়া।
- কুখ্যাত 'সেদনায়া কারাগার' অবস্থিত- সিরিয়ায়।

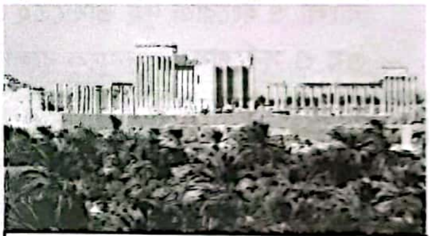

সিরিয়ার পালমিরাকে বলা হয় 'তাল গাছের শহর'

আসাদ পরিবারের ৫৪ বছরের শাসনের অবসান

হাফিজ আল-আসাদ (১৯৭১ - ২০০০ সাল)

বাশার আল-আসাদ

- বাশার আল-আসাদের পরিচয়- চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ।
- যে সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন- আলাওতি (শিয়া)।
- রাজনৈতিক দল- বাথ পার্টি (১৯৪৭)।
- ক্ষমতায় ছিলেন- ১৭ জুলাই, ২০০০ - ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- পতনের পর রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন- রাশিয়ায়।
- তার পিতা- হাফিজ আল-আসাদ (সাবেক প্রেসিডেন্ট)।
- 'আধুনিক সিরিয়ার রূপকার' বলা হয়- হাফিজ আল-আসাদ-কে।
- হাফিজ আল-আসাদ ক্ষমতায় ছিলেন- ১৯৭১ - ২০০০ সাল পর্যন্ত।

বাশার আল-আসাদ (২০০০ - ২০২৪ সাল)

CamScanner

চলে গেলেন প্রেম ও দ্রোহের কবি হেলাল হাফিজ

- পরিচয়- কবি ও সাংবাদিক (বাংলাদেশি আধুনিক কবি)।
- মৃত্যু- ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪; জন্ম- ৭ অক্টোবর, ১৯৪৮।
- সমাহিত করা হয়- শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, মিরপুর।
- জন্মস্থান- নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলার বড়তলী গ্রামে।
- পিতা- খোরশেদ আলী তালুকদার, মাতা- কোকিলা বেগম।
- শিক্ষার্থী ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের।
- সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন- 'দৈনিক পূর্বদেশ', 'দৈনিক দেশ' ও 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকার।
- তাঁর কবিতাসমগ্রের নাম- এক জীবনের জন্মজখম।

কবি হেলাল হাফিজের মতো এত কম কবিতা লিখে খ্যাতি পাওয়ার নজির বাংলাদেশের সাহিত্যে বিরল।

প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার

- যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৬)
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (২০১৩)

কাব্যগ্রন্থ

- মাত্র ৩টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন-

  ১ম- যে জলে আগুন জ্বলে (১৯৮৬); The Tears that Blaze

  ২য়- কবিতা একাত্তর (২০১২); Poems Seventyone

  [বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ]

  ৩য় ও সর্বশেষ- বেদনাকে বলেছি কেঁদো না (২০১৯)

উল্লেখযোগ্য কবিতা

- অগ্ন্যুৎসব***
- অমীমাংসিত সন্ধি
- ইচ্ছে ছিলো
- একটি পতাকা পেলে***
- উপসংহার
- উৎসর্গ
- প্রস্থান
- প্রত্যাবর্তন
- ফেরীওলা
- নেত্রকোনা***
- যাতায়াত

অমর কবিতা 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়'

- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় রচনা করেন তাঁর অমর কবিতা- নিষিদ্ধ সম্পাদকীয় (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯)।
- কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত- যে জলে আগুন জ্বলে।
- **কবিতার প্রথম দুই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-**

  "এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
  এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।"

উল্লেখযোগ্য পঙ্‌ক্তি

- "নিউট্রন বোমা বোঝ, মানুষ বোঝ না!"
  (অশ্লীল সভ্যতা)
- "কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার"
  (নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়)
- "...রক্তখণে স্বদেশ হলো,
  তোমার দিকে চোখ ছিল না
  জন্মভূমি সেদিন তোমার সতীন ছিলো।" (অগ্ন্যুৎসব)
- "কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
  আমি আর লিখবো না বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের কবিতা"
  (একটি পতাকা পেলে)

কবি হেলাল হাফিজ থাকতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমানে জহুরুল হক)। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইটের রাতে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান তিনি। সেই রাতে ফজলুল হক হলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা শেষ করে নিজ হলে না ফিরে সেখানেই থেকে যান। ঐ একই রাতে তাঁর নিজ হলে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি আর্মি। তিনি যদি হলে অবস্থান করতেন, হয়তো তিনিও হত্যাযজ্ঞের শিকার হতেন। ২৭ মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়ার পর হলে (ইকবাল হল) ফিরে দেখেন চারদিকে হলের শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের লাশ আর লাশ।

কবি হেলাল হাফিজ

চলে গেলেন যাঁরা

জিমি কার্টার

জিমি কার্টার

- পরিচয়- ৩৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- White House Diary.
- ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ছিলেন।
- ২০০১ সালে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন।
- ২০০২ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- মৃত্যু- ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪।

মনমোহন সিং

মনমোহন সিং

- পরিচয়- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ।
- ভারতের প্রথম ও একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যিনি হিন্দুধর্মাবলম্বী নন।
- ভারতের প্রথম শিখ ধর্মাবলম্বী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- Economic Reforms in India এর স্থপতি বলা হয়।
- মৃত্যু- ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪।

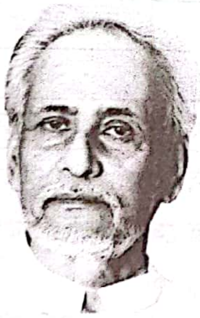

আবু জাফর

আবু জাফর

- পরিচয়- সংগীতশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার।
- 'এই পদ্মা এই মেঘনা' বিখ্যাত গানটির গীতিকার ও সুরকার- আবু জাফর (শিল্পী- ফরিদা পারভীন)।
- ২০০৬ সালে বিবিসি বাংলার জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেরা ২০ বাংলা গানের তালিকায় 'এই পদ্মা এই মেঘনা' গানটির অবস্থান ছিল- ১৭তম।
- মৃত্যু- ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ (জন্ম- কুষ্টিয়া জেলায়)।

আলোচনায় দুই সীমান্ত হত্যা

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক ঘটানো দুইটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড-

- নাম- ফেলানী খাতুন।
- হত্যা করা হয়- ৭ জানুয়ারি, ২০১১।
- যে সীমান্ত এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয়- কুড়িগ্রামের অনন্তপুর।

- নাম- স্বর্ণা দাস।
- হত্যা করা হয়- ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- যে সীমান্ত এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয়- মৌলভীবাজারের কুলাউড়া।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) থেকে দখলমুক্ত করা 'কোদলা নদী অঞ্চল' যে জেলায় অবস্থিত- ঝিনাইদহ।

CamScanner

৮ম দেশ হিসেবে এলডিসি থেকে সাও টোমে এন্ড প্রিন্সেপ'র উত্তরণ

- LDC এর পূর্ণরূপ- Least Developed Countries.
- LDC হলো- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘের গঠিত গ্রুপ।
- LDC গ্রুপ গড়ে ওঠে- ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১।
- বর্তমানে বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) রয়েছে- ৪৪টি।
- সর্বশেষ LDC ভুক্ত দেশ- দক্ষিণ সুদান (২০১২)।
- সর্বশেষ LDC থেকে উত্তরিত দেশ- সাও টোমে এন্ড প্রিন্সেপ (২০২৪)।
- স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরিত দেশ- ৮টি।
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে Foreign Direct Investment প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ- ৩য়।

LDC থেকে উত্তরিত ৮ দেশ

১ম- বতসোয়ানা (১৯৯৪)
২য়- কেপভার্দে (২০০৭)
৩য়- মালদ্বীপ (২০১১)
৪র্থ- সামোয়া (২০১৪)
৫ম- নিরক্ষীয় গিনি (২০১৭)
৬ষ্ঠ- ভানুয়াতু (২০২০)
৭ম- ভুটান (২০২৩)
৮ম- সাও টোমে এন্ড প্রিন্সেপ (২০২৪)

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ নির্ধারণ করার ৩ ভিত্তি

১. **মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)-** ৩ বছরের গড় মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (মানব উন্নয়ন সূচকের মৌলিক নির্দেশক)।
২. **মানবসম্পদ সূচক (HAI)-** পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি হয়।
৩. **অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)-** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ব বাজার থেকে দেশের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।

৩ শর্ত	মানদন্ড	বাংলাদেশের অর্জন (২০১৮-২০২১-২০২৪)		
১. মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI)	১২৩০ ডলার	১২৭২	১৮২৭	২৬৮৪
২. মানবসম্পদ সূচক (HAI)	৬৬'র বেশি	৭২.৮	৭৫.৩	৭৭.৫
৩. অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩২ এর কম	২৫.১	২৭.৩	২১.৯

***তিনটি শর্তের যে কোনো দুইটি শর্ত পূরণ বা মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হলে যে কোনো রাষ্ট্র LDC মুক্ত হতে পারবে।*

- বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন দেশসমূহ থেকে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা পাবে- ২০২৯ সাল পর্যন্ত।
- Trade Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPS) চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে (ঔষধ শিল্পের পেটেন্ট সুবিধা)- ১ জুলাই, ২০৩৪ পর্যন্ত।

এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়া

এলডিসি থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া

১৯৭৫
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকায় (CDP রিপোর্ট) অন্তর্ভুক্ত হয়

১৯৭৬
স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকায় বাংলাদেশের নাম গৃহীত হয়

১৫ মার্চ, ২০১৮
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
বাংলাদেশ, নেপাল ও লাওস স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করে

২৪ নভেম্বর, ২০২৬
বাংলাদেশ, নেপাল ও লাওস LDC থেকে সম্পূর্ণ বের হবে এবং উন্নয়নশীল বা মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ECOSOC হতে স্বীকৃতি পাবে

LDC মুক্ত হলে বাংলাদেশ হারাবে ৩টি সুবিধা। যথা-

- ➢ GSP সুবিধা
- ➢ সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা
- ➢ কপিরাইট সুবিধা

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ-২০২৪ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

- আসর- ১১তম; আয়োজক- Asian Cricket Council.
- সময়কাল- ২৯ নভেম্বর - ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- স্বাগতিক দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ (টানা ২য় বার); রানার্সআপ- ভারত।
- টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়- ইকবাল হোসেন ইমন (বাংলাদেশ)
- ফাইনালে ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়- ইকবাল হোসেন ইমন (বাংলাদেশ)।
- সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি- ইকবাল হোসেন ইমন (১৩টি)।
- বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিল- আজিজুল হাকিম তামিম।
- টুর্নামেন্ট সেরা কোচ- নাভিদ নেওয়াজ (বাংলাদেশ)।

ফাইনালে ভারতকে ৫৯ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

খেলাধুলায় সর্বশেষ

- বিশ্ব ফুটবল দিবস- ২৫ মে।
- পুরুষ ও নারী ফুটবলে র‍্যাংকিং এ শীর্ষে যথাক্রমে- আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের কীর্তি গড়েন- ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।
- বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে কনিষ্ঠতম চ্যাম্পিয়ন- গুকেশ ডোমরাজ (ভারত)।
- ক্রিকেট খেলায় প্রথম লাল কার্ড পেয়েছিলেন- সুনীল নারাইন (ওয়েস্ট উইন্ডিজ)।
- অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ ফুটবলে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন- সাগরিকা (বাংলাদেশ)।
- ২০২৭ সালের এশিয়া কাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে- বাংলাদেশে।
- বাংলাদেশের নারীদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান- নিগার সুলতানা জ্যোতি।
- নারী ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরি করেন- ফারজানা হক।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ICC'র মাস সেরা নারী ক্রিকেটার নির্বাচিত হন- নাহিদা আক্তার।
- আইসিসি কর্তৃক আন্তর্জাতিক প্যানেলে ম্যাচ রেফারি মনোনীত হন যে বাংলাদেশি নারী- সুপ্রিয়া রানী দাস।
- বাংলাদেশে নারী ক্রিকেট দল ওয়ানডেতে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে- আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে (১৫৪ রানে)।
- বাংলাদেশে নারী ক্রিকেট দল ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়লাভ করে- আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে (১৯৩ রান)।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ছক্কার ডাবল-সেঞ্চুরি করেন- মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৩-এ বাংলাদেশের যে খেলোয়াড় সর্বোচ্চ রান করেন- মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান হিসেবে অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হন যে খেলোয়াড়- মুশফিকুর রহিম।
- টি-২০ তে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড- আইভরিকোস্টের (নাইজেরিয়ার বিপক্ষে মাত্র ৭ রানে অলআউট হয়)।
- টি-২০ ক্রিকেটে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে টানা তিন ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন- তিলক ভার্মা (ভারত)।
- ২০২৫ সালে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য হকি যুব বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে- বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল।
- বাংলাদেশের প্রথম অ্যাথলেট হিসেবে মহাদেশীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন- ইমরানুর রহমান।
- দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন আম্পায়ার ছিলেন- নাজিব ইসমাইল রাসেল।
- ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি চারটি সোনা জিতেছেন- লিঁও মারশাঁ।
- ১৭তম গ্রীষ্মকালীন প্যারালিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়- ফ্রান্স, প্যারিস।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে Super Lightweight Division এ ABF Intercontinental এ চ্যাম্পিয়ন হয়- সুরা কৃষ্ণ চাকমা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র)।
- আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতা 'পাথ টু গ্লোরি হাসল ইন ঢাকা স্কয়ার'-এ ভারতীয় বক্সার সন্দীপ কুমারকে হারান- সুরা কৃষ্ণ চাকমা।

ক্রিকেটে খেলায় প্রথম লাল কার্ড পান সুনীল নারাইন।

CamScanner

বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ-২০২৪

বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ-২০২৪ প্রাপ্তরা হলেন-

নাম	বিষয়	নাম	বিষয়
জনাব মঈদুল হাসান	মুক্তিযুদ্ধ	জনাব সুগত চাকমা	ভাষা গবেষণা
রিচার্ড এম ইটন	ইতিহাস	জনাব শম্ভু আচার্য	শিল্পকলা
অধ্যাপক ডা. সায়েবা আখ্তার	চিকিৎসা বিজ্ঞান	জনাব শহিদুল আলম	শিল্পকলা
ড. ফেরদৌসী কাদরী	বিজ্ঞান	---	---

বেগম রোকেয়া পদক-২০২৪

- উদ্দেশ্য- নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখা।
- প্রদান করে- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- পুরস্কার লাভ করেন- ৪ জন। তারা হলেন-
  - রাণী হামিদ (বাংলাদেশের প্রথম নারী আন্তর্জাতিক দাবা মাস্টার)।
  - পারভীন হাসান (শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকার কর্মী)।
  - শিরিন পারভিন হক (নারী অধিকারকর্মী; নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা)।
  - তাসলিমা আখতার (শ্রম অধিকার কর্মী ও ফটোগ্রাফার)।

বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৫ সাল থেকে এই পদক প্রদান শুরু হয়।

রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার-২০২৪

- পুরস্কারটি চালু হয়- ১৯৮০ সালে (সুইডেন থেকে); চালু করে- জ্যাকব ভন ইউয়েক্সকুল।
- সম্মান ও পুরস্কারের অর্থমূল্যের বিবেচনায় বিশ্বে শান্তির জন্য 'বিকল্প নোবেল পুরস্কার' হিসেবে বিবেচিত হয়।
- পুরস্কারটি সেই সব মানুষকে দেওয়া হয়, যাদের কাজ মূল নোবেল পুরস্কারের মঞ্চে উপেক্ষিত থেকে যায়।

পুরস্কার বিজয়ী	দেশ
জোয়ান কার্লিং	ফিলিপাইন
ইসা আমরো ও Youth Against Settlements	ফিলিস্তিন
অ্যানাবেলা লেমোস এবং Justica Ambiental	মোজাম্বিক
Forensic Architecture	যুক্তরাজ্য

দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস-২০২৪

- বর্ষসেরা ফুটবলার (পুরুষ)- ভিনিসিয়াস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ/ব্রাজিল)।
- বর্ষসেরা ফুটবলার (নারী)- আইতানা বোনমাতি (বার্সেলোনা/স্পেন)।
- বর্ষসেরা কোচ (পুরুষ)- কার্লো আনচেলত্তি (রিয়াল মাদ্রিদ/ইতালি)।
- বর্ষসেরা গোলরক্ষক (পুরুষ)- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা)।
- বর্ষসেরা গোল (পুসকাস অ্যাওয়ার্ড)- আলেহান্দ্রো গারনাচো (আর্জেন্টিনা)।
- ফেয়ার প্লে ট্রফি- থিয়াগো মাইয়া।
- সেরা সমর্থক পুরষ্কার- গিলের্মে গানদ্রা মউরা।
- এ পর্যন্ত সর্বোচ্চবার 'দ্য বেস্ট' জয়ী- লিওনেল মেসি (৩ বার)।
- পুরষ্কারটি চালু হয়- ১৯৯১ সাল থেকে।

ভিনিসিয়াস জুনিয়র

"সাম্প্রতিক ক্যাপসুল-৪"-এ অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো প্রিন্টিং মিস্টেক কিংবা ভুল থাকলে সংশোধনীর আপডেট পেতে চোখ রাখুন আমাদের Zubair's GK ফেসবুক পেইজে।

CamScanner

বাংলার অবিসংবাদিত ৫ রাজনীতিবিদ

যুক্তফ্রন্টের তিন নেতা

আবুল কাশেম ফজলুল হক

- জন্ম- ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩; সাতুরিয়া, রাজাপুর ঝালকাঠি।
- মৃত্যু- ২৭ এপ্রিল, ১৯৬২; সমাধিস্থল- তিন নেতার মাজার।
- পৈতৃক নিবাস- চাখার, বানারীপাড়া, বরিশাল।
- পরিচিত ছিলেন- 'শেরে বাংলা' বা 'বাংলার বাঘ' নামে।
- 'শেরে বাংলা' উপাধি লাভ করেন- ১৯৪০ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন (১৯৩৭-৪৩)।
- উল্লেখযোগ্য কর্ম-
  - কৃষক প্রজা পার্টি গঠন (১৯৩৬)
  - ঋণসালিশী আইন প্রণয়ন
  - অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন (১৯৩৮)
  - লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন (১৯৪০)

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

- জন্ম- ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২; মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
- মৃত্যু- ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩; বৈরুত, লেবানন।
- সমাধিস্থল- তিন নেতার মাজার।
- অভিহিত করা হয়- 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' নামে।
- অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন (১৯৪৬-৪৭)।

আবদুল হামিদ খান ভাসানী

- জন্ম- ১২ ডিসেম্বর, ১৮৮০; ধানগড়া, সিরাজগঞ্জ।
- মৃত্যু- ১৭ নভেম্বর, ১৯৭৬; সমাধিস্থল- সন্তোষ, টাঙ্গাইল।
- ডাকনাম- চেগা মিয়া; পরিচিত- 'মজলুম জননেতা' হিসেবে।
- অন্যনাম- লাল মওলানা, মওলানা ভাসানী।
- যে নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।
- ভাসানী নাম দেওয়া হয়- ১৯২৯ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ভাসানচরে প্রথম কৃষক সম্মেলনের পর থেকে।
- প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল- আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (১৯৫৭)।
- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ গঠিত প্রথম অস্থায়ী সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান ছিলেন।
- পশ্চিম পাকিস্তানকে বিদায় জানাতে 'আসসালামুআলাইকুম' বলেছিলেন।
- প্রকাশিত গ্রন্থ- দেশের সমস্যা ও সমাধান, মাও সে তুং- এর দেশে (ভ্রমণকাহিনী)।
- উল্লেখযোগ্য কর্ম-
  - কাগমারী সম্মেলন (১৯৫৭)
  - ঘেরাও আন্দোলন (১৯৬৮)
  - ফারাক্কা লং মার্চ (১৯৭৬)

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল

- জন্ম- ১৯০৪ সালে; মৈস্তারকান্দি, বরিশাল।
- মৃত্যু- ১৯৬৮ সালে; বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ।
- রাজনৈতিক দল- মুসলিম লীগ।

আবুল হাশিম

- জন্ম- ১৯০৫ সালে; বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।
- মৃত্যু- ১৯৭৪ সালে; ঢাকায়।
- রাজনৈতিক দল- খেলাফতে রব্বানি পার্টি।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী | ফজলুল হক | মওলানা ভাসানী | আবুল হাশিম | যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

- পরিচয়- বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাপ্রধান ও বাংলাদেশের ৮ম রাষ্ট্রপতি ছিলেন।
- জন্ম- ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৬; বগুড়া জেলার নশিপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ী গ্রামে।
- মৃত্যু- ৩০ মে, ১৯৮১; সার্কিট হাউস, চট্টগ্রাম।
- পৈতৃক নিবাস- বগুড়া জেলার মহিষাবানে।
- রাজনৈতিক দল- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি); ১৯৭৮।
- ২০০৪ সালের বিবিসি'র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির জরিপে তাঁর অবস্থান- ১৯তম।
- জিয়া স্মৃতি জাদুঘর অবস্থিত- চট্টগ্রামে।
- একুশে পদক (১৯৭৬) এবং স্বাধীনতা পদক (১৯৭৭) প্রবর্তন করেন।
- সার্ক (SAARC) প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

২৬ মার্চ, ১৯৭১ জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এরপর ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারো স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন দায়িত্বে ছিলেন

- সেক্টর-১ এর কমান্ডার
- সেক্টর-১১ এর কমান্ডার
- জেড ফোর্সের অধিনায়ক

প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার

- হিলাল-ই-জুরাত (১৯৬৫); ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বীরত্বের জন্য পাকিস্তান সরকার কর্তৃক।
- অর্ডার অব দ্য নাইল; মিশরের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা।
- হিরো অব দ্য রিপাব্লিক; উত্তর কোরিয়ার সম্মানসূচক খেতাব।
- বীর উত্তম; মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য।
- স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০৩)
- সার্ক পুরস্কার (২০০৪); ২০০৫ সালে প্রথম সার্ক পুরস্কারে (মরণোত্তর) ভূষিত হন।

জিয়াউর রহমানের মাজার

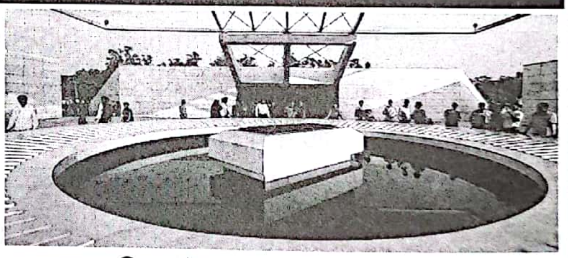

- স্থান- চন্দ্রিমা উদ্যান, শেরে বাংলা নগর।
- নকশাকার- মাসুদুর রহমান খান।
- চন্দ্রিমা উদ্যান অন্য যে নামে পরিচিত- জিয়া উদ্যান।

বেগম খালেদা জিয়া

- জন্ম- ১৫ আগস্ট, ১৯৪৫; দিনাজপুর।
- পৈতৃক নিবাস- ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার শ্রীপুরে।
- ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন।
- বাংলাদেশের ৯ম ও ১১তম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী (১৯৯১)।
- 'ফাইটার ফর ডেমোক্রেসি' পদক লাভ করেন- যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি সিনেট কর্তৃক (২০১১)।
- 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' সম্মাননা লাভ করেন- কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কর্তৃক (২০১৮)।

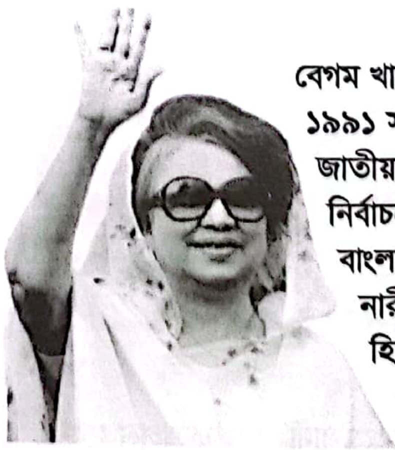

বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

আলোচনায় বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই সরকারের মূল দায়িত্ব থাকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা। সংসদের মেয়াদ শেষ হলে কিংবা আগাম নির্বাচনের প্রয়োজন হলে এ সরকার কার্যকর হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

- প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০।
- সাংবিধানিকভাবে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়- ৩০ মার্চ, ১৯৯৬।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়- চতুর্থ ভাগে '২ক পরিচ্ছেদ: নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' নামে।
- সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ছিল- ৫টি (৫৮ক-ঙ)।
- এ পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৩টি।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১)।
- সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

সংবিধানের সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বিষয়	যে সংশোধনীর মাধ্যমে	সময়কাল
প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড বৈধ করা হয়	একাদশ	৬ আগস্ট, ১৯৯১
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়	ত্রয়োদশ	২৭ মার্চ, ১৯৯৬
তত্ত্বাধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়	পঞ্চদশ	৩০ জুন, ২০১১
**হাইকোর্ট পঞ্চদশ সংশোধনী আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করে- ১৯ আগস্ট, ২০২৪।*		

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য

- বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যতগুলো Ordinance জারি করেছিলেন- ১২২টি।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়ী থাকেন- রাষ্ট্রপতির নিকট।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন- বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ (১৯৯০)।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বশেষ প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন- ড. ফখরুদ্দীন আহমদ (১২ জানুয়ারি, ২০০৭)।
- প্রথম ও বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা- ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

পঞ্চদশ সংশোধনী আংশিক বাতিলের ঘোষণা

- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যতটি ক্ষেত্রে সংযোজন, পরিমার্জন ও প্রতিস্থাপন আনা হয়েছিল- ৫৪টি।
- হাইকোর্ট পঞ্চদশ সংশোধনীকে আংশিক অবৈধ ঘোষণা করে- ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- হাইকোর্টের রায়ের ফলে পঞ্চদশ সংশোধনীর ৫৪টি পরিবর্তনের মধ্যে বাতিল ঘোষিত হয়- ৬টি।

☐ পঞ্চদশ সংশোধনীর বাতিলকৃত আইনের ধারা ৩টি- ২০, ২১ ও ৪৭।

ধারা	ধারা ৩টি বাতিল হওয়ায় বর্তমান ফলাফল
২০ ও ২১	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন স্বীকৃত হয়, দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন বাতিল।
৪৭	বর্তমান সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ বাতিল হয়ে দ্বাদশ সংশোধনী আইনের ১৪২ অনুচ্ছেদ (গণভোটের বিধান) পুনর্বহাল হয়।

☐ সংবিধানের বাতিলকৃত অনুচ্ছেদ ৩টি- ৭ক, ৭খ ও ৪৪ (২)।

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৭ ক	সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ।
৭ খ	সংবিধানের মৌলিক বিধানবলি সংশোধন অযোগ্য।
৪৪ (২)	এই সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটিয়ে সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাঁর এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা এর যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করতে পারবেন।
ফলাফল- দেশের প্রয়োজনে সংবিধানের মৌলিক বিষয় বাতিল অথবা পরিবর্তনের সুযোগ, আইন বিভাগের উপর শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়।	

CamScanner

পরবর্তী ত্রয়োদশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আলোচনায় "দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা" ও "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি"

বাংলাদেশের আইনসভা

- Parliament শব্দটির উৎপত্তি- Parlement থেকে (ফরাসি শব্দ)।
- বিশ্বের প্রথম পার্লামেন্ট- ব্রিটিশ আইনসভা।
- বাংলাদেশের আইনসভার নাম- জাতীয় সংসদ।
- বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে এককক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ এর কথা বলা আছে।

আইনসভার দুই ধরন

এককক্ষ বিশিষ্ট	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট
যেসব আইনসভায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ থাকে সেগুলোকে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। **যেমন-** বাংলাদেশ, চীন, ইসরায়েল, তুরস্ক, আইসল্যান্ডের আইনসভা।	দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা মূলত দুটি পৃথক কক্ষ নিয়ে গঠিত, যেখানে 'উচ্চকক্ষ' এবং 'নিম্নকক্ষ' থাকে। এ ধরনের আইনসভায় আইন প্রণয়নে সমান ক্ষমতার ভারসাম্য (Checks & Balances) নিশ্চিত করে। **যেমন-** যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়ার আইনসভা।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বৈশিষ্ট্য

- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হন।
- তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে।
- দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা চালু থাকলে জনগণের প্রতিনিধি (নিম্নকক্ষ) তাদের নিজদের স্বার্থে বা স্বৈরাচারী উদ্দেশ্যে ইচ্ছামতো কোনো আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

নির্বাচন ব্যবস্থায় আলোচিত দুই পদ্ধতি

আসনভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি	আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি
■ 'আসনভিত্তিক নির্বাচন' বা First-past-the-post (FPTP) পদ্ধতিতে একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। ■ এ পদ্ধতির অন্যনাম- First-preference-plurality (FPP) বা Single-member-district-plurality (SMDP). ■ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় এ পদ্ধতিতে।	■ 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' পদ্ধতি বা Proportional Representation (PR) পদ্ধতিতে ভোটের ব্যালটে প্রার্থীর নাম থাকে না। ভোটাররা দলীয় প্রতীকে ভোট দেন। একটি দল যে পরিমাণ ভোট পাবে, সেই অনুপাতে সংসদে দলটির প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ হবে। ■ বিশ্বের ১৭০টি দেশের মধ্যে ৯১টি দেশে আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা প্রচলিত।

নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন

- নির্বাচন কমিশন গঠন করার কথা বলা আছে- সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদে।
- বর্তমান প্রধান বা ১৪তম নির্বাচন কমিশনার- এ এম এম নাসির উদ্দীন।
- বর্তমান নির্বাচন কমিশনার- ৪ জন।
- প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার- কবিতা খানম।
- তৃতীয় নারী নির্বাচন কমিশনার- বেগম তহমিদা আহমদ।

এ এম এম নাসির উদ্দীন

জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি

গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল

- গঠন করা হয়- ১৭ অক্টোবর, ২০২৪।
- সেলের সদস্য সংখ্যা- ১০ জন।
- কাজ- ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণ, শহীদ ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চূড়ান্তকরণ, আহতদের চিকিৎসা এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা।
- ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে প্রথম ধাপের তালিকায় মোট শহিদ- ৮২৬ জন (তথ্য- ১ জানুয়ারি, ২০২৫)।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ, গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং আহত ছাত্র-জনতার পুনর্বাসনসহ গণঅভ্যুত্থানের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠা করা হবে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর'।

গুম তদন্তে কমিশন

- গঠিত হয়- ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- সদস্য সংখ্যা- ৫ জন।
- কমিশনের প্রধান- বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী।

জুলাই গণহত্যা অনুসন্ধানে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন

- ড. মুহাম্মদ ইউনূস OHCHR'র হাইকমিশনার ভলকার তুর্ককে জাতিসংঘের নেতৃত্বে fact-finding mission পাঠানোর অনুরোধ করেন- ৮ আগস্ট, ২০২৪।
- তদন্তের কার্যক্রম শুরু হয়- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- গঠিত হয়- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ৫ জুন - ০৫ আগস্ট পর্যন্ত ২ মাসে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা স্বাধীন, পূর্ণাঙ্গ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে।
- মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে ফ্যাক্ট ফান্ডিং মিশন পাঠায়- জাতিসংঘ।
- জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দলের বর্তমান প্রধান- রোরি মুঙ্গভেন।

রোরি মুঙ্গভেন

United Nations fact-finding mission

- অন্যনাম- United Nations commission of inquiry.
- কাজ- কোনো বিরোধ বা সংঘাত সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করা, কারণ নির্ণয় করা এবং তথ্য পর্যালোচনা করে বিশদ রিপোর্ট তৈরি করা।
- প্রথম গঠিত হয়- ১৯০৭ সালে (হেগ কনভেনশনে)।

OHCHR

- OHCHR- Office of the High Commissioner for Human Rights.
- পরিচয়- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়।
- গঠিত হয়- ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩; সদর দপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

"সাম্প্রতিক ক্যাপসুল-১"-এর একটি সংশোধনী

পৃষ্ঠা	তথ্য যা ছিল	তথ্য যা হবে
৬	দ্রোহ যাত্রা কর্মসূচি ১ আগস্ট	দ্রোহ যাত্রা কর্মসূচি ২ আগস্ট

CamScanner

এক নজরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকার জাতিসংঘ পার্কের নতুন নাম- জুলাই স্মৃতি উদ্যান।
- ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে 'মনসুন অভ্যুত্থান' আখ্যায়িত করেন- ড. মুহাম্মদ ইউনূস (২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।
- ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে যে জেনারেশনের আন্দোলন বলা হয়- Generation Z.
- ২ আগস্ট, ২০২৪ শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে 'বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ' যে কর্মসূচি পালন করে- দ্রোহযাত্রা।
- ৩ আগস্ট, ২০২৪ শহীদ মিনার থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবি ঘোষণা করেন- মো. নাহিদ ইসলাম।
- ২৩-৩০ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের আয়োজনে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের দেয়াল চিত্র নিয়ে যে প্রদর্শনী হয়, তার শিরোনাম- Paint the Sky, Make it Yours; Future Bangladesh in the eyes of the youth.
- যে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সব বিভাগে 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' নামক কোর্সে 'জুলাই অভ্যুত্থানের' ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
- নতুন পাঠ্যবইয়ের 'উইমেন'স রোলস ইন আপরাইজিং' যে বিষয়ের ওপর লেখা নিবন্ধ- জুলাই বিপ্লব।
- কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে প্রতিবাদী 'আওয়াজ উডা' হিপ হপ সঙ্গীতের গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী- র‍্যাপার হান্নান হোসাইন শিমুল।
- July Protest.com হলো- ছাত্র-জনতার বিপ্লব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন।
- 'জুলাই অনির্বাণ' হলো- ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও আত্মত্যাগ নিয়ে নির্মিত ভিডিওচিত্র।
- 'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো' উক্তিটি যে উপন্যাসের- আরেক ফাল্গুন (রচয়িতা- জহির রায়হান)।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস জো বাইডেনকে যে উপহার দেন- দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' নামের গ্রাফিতি।
- রক্তস্নাত জুলাই বিপ্লব- বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি সংরক্ষণের ১০ খণ্ডের স্থিরচিত্রের অ্যালবাম। অ্যালবামে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ক্যাপশনসহ সংবাদের সংকলন সন্নিবেশ করা হয়।
- বিদ্রোহে-বিপ্লবে : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ২০২৪- রেদওয়ান রনি ও সালেহ সোবহান অনীম নির্মিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের উত্তাল দিনের বীরত্বগাথা সম্পর্কিত তথ্যচিত্র।
- Graffiti of Revolution : Bangladesh 2024- the story of a Mass Uprising Through Art- জুলাই-আগস্ট বিপ্লব ও গণঅভ্যুত্থান নিয়ে আবু জাফর জুবায়ের সম্পাদিত গ্রন্থ।

গণভবন, বঙ্গভবন ও যমুনা

গণভবন এখন জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর

- 'গণভবন'কে জাদুঘরে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়- ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- 'গণভবন' এর নামকরণ করা হয়- জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর।
- অবস্থান- শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- জাদুঘরে থাকবে- শেখ হাসিনার শাসনামলের গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গণঅভ্যুত্থানের ৩৬ দিনের ঘটনা, শহিদদের তালিকা, স্মৃতিসহ নানা বিষয়।
- পূর্বে ভবনটি ছিল- সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর

যমুনা

- পরিচয়- রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন।
- বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন ও কার্যালয়।
- অবস্থান- ঢাকার মিন্টো রোডে।

বঙ্গভবন

- পরিচয়- রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন ও কার্যালয়।
- অবস্থান- দিলকুশা, ঢাকা।

CamScanner

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ

বিশ্বমঞ্চে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- Nature সাময়িকীর প্রতিবেদনে ড. ইউনূসকে আখ্যায়িত করা হয়- The Revolutionary Economist হিসেবে।
- Fortune ম্যাগাজিন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করে- ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে।
- রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক সেন্টার (RISS)-এর প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিম এর তালিকায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস- ৫০তম।
- ২০২৪ সালের সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট-এর অগ্রদূত হিসেবে ন্যাচারস ১০-এ জায়গা করে নেয়- ড. ইউনূস।
- যুক্তরাষ্ট্রের যে অঙ্গরাজ্যে ১৪ জানুয়ারিকে 'ড. মুহাম্মদ ইউনূস দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়- টেক্সাস।
- 'জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন'-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন- প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান হিসেবে ড. ইউনূসের প্রথম বিদেশ সফর- জাতিসংঘ সদর দপ্তর।
- ড. ইউনূস মালয়েশিয়ার আলবুখারি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন -২০২০ - বর্তমান।
- ড. ইউনূস বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এ সামাজিক ব্যবসার ৭টি মূলনীতি ঘোষণা করেন- ২০০৯ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক ব্যবসা চালু করে- গ্রামীণ ড্যানোন (পণ্য- শক্তি দই)।

GlobE Network এর সদস্য বাংলাদেশ

- **পরিচয়-** দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘের নতুন প্ল্যাটফর্ম।
- **পূর্ণরূপ-** Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities.
- **প্রতিষ্ঠা-** ২০২১; **সদর দপ্তর-** ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া; **গঠনে অর্থায়ন করে-** সৌদি আরব।
- **সদস্য রাষ্ট্র-** ১২৪টি; বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সদস্য হয়- ১ মার্চ, ২০২৪।
- **উদ্দেশ্য-** বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের সহজে চিহ্নিতকরণ ও অর্থ পাচার প্রতিরোধ।

GCSJ এর সদস্য বাংলাদেশ

- GCSJ এর পূর্ণরূপ- Global Coalition for Social Justice.
- গঠিত হয়- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) উদ্যোগে গঠিত।
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে- ১৩ জুন, ২০২৪ (৭৩তম)।
- উদ্দেশ্য- বিশ্বব্যাপী সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার ঘাটতি পূরণ করে SDG বাস্তবায়ন করা।

জাতিসংঘের যে সকল সংস্থায় নির্বাচিত বাংলাদেশ

সংস্থা	বাংলাদেশের পদ	মেয়াদ
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (UNHRC)	ভাইস প্রেসিডেন্ট	২০২৫ সাল
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO)	গভর্নিং বডির পূর্ণ সদস্য	২০২৪-২৭
এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)	সদস্য	২০২৫-২৭

জাতিসংঘে মুহাম্মদ আবদুল মুহিত

- ২০২৫-২০২৮ মেয়াদে আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশনের (ICSC) সদস্য নির্বাচিত হন।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনের দ্বিতীয় কমিটির চেয়ার নির্বাচিত হন।
- ২০২৪ সালের জন্য UNDP, UNFPA এবং UNOPS-এর নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন।

CamScanner

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ : চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ

• প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে: ২৭ জুলাই, ২০২২ • চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে (ভলিউম-১): ১৫ নভেম্বর, ২০২৩
• সর্বশেষ বা ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা হয়: ১৫-২১ জুন, ২০২২ • গণনা পদ্ধতি: মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো।
• বিশেষ বৈশিষ্ট্য: প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে গণনা করা হয় [এ জনশুমারিতে Geographic Information System (GIS) ভিত্তিক ডিজিটাল ম্যাপ ব্যবহার করা হয়]।

এক নজরে চূড়ান্ত প্রতিবেদন

- জনসংখ্যা- ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.১২%।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)- ১,১১৯ জন।
- নারী ও পুরুষের অনুপাত যথাক্রমে- ১০০ : ৯৮.০৭।
- জনসংখ্যার শহর ও পল্লীতে বসবাসের অনুপাত- ৩১.৬৬ : ৬৮.৩৪।
- সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জনসংখ্যা- ১৫ - ১৯ বছর বয়সী।
- ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যায় শীর্ষ- মুসলিম (৯১.০৫%); ২য় শীর্ষ- হিন্দু।
- নির্ভরশীলতা অনুপাত- ৫২.৬৩।
- সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজ করে- সেবা খাতে।
- স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর বা তদূর্ধ্ব)- ৭৪.৮০%।
- স্বাক্ষরতার হার পুরুষ ও নারী যথাক্রমে- ৭৬.৭১% ও ৭২.৯৪%।
- খানার গড় আকার- ৩.৯৮ (খানার সংখ্যা- ৪,১০,০৮,২১৭)।
- সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা অবস্থিত- ঢাকায় (সর্বনিম্ন- সিলেটে)।
- সর্বাধিক প্রবাসী আয় গ্রহণকারী খানার অবস্থান- চট্টগ্রামে।
- যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- জনশুমারি পরিচালনা করে- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)।
- প্রথমবারের মতো গণনায় যুক্ত করা হয়- প্রবাসীদের।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২
১৫-২১ জুন

প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনশুমারি হয়

পুরুষ
৮,৪১,৩৪,০০৩ জন
মোট জনগোষ্ঠীর পুরুষ ৪৯.৫৪%

নারী
৮,৫৬,৮৬,৭৮৪ জন
মোট জনগোষ্ঠীর নারী ৫০.৪৫%

জনসংখ্যায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান: শীর্ষ ও নিম্ন

পরিসংখ্যান	শীর্ষ বিভাগ	সর্বনিম্ন বিভাগ	শীর্ষ জেলা	সর্বনিম্ন জেলা
জনসংখ্যায়	ঢাকা	বরিশাল	ঢাকা	বান্দরবান
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	ঢাকা	বরিশাল	গাজীপুর	ঝালকাঠি
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঢাকা	বরিশাল	ঢাকা	রাঙ্গামাটি
মুসলিম জনসংখ্যায়	ঢাকা	বরিশাল	ঢাকা	রাঙ্গামাটি
খ্রিস্টান জনসংখ্যায়	ঢাকা	বরিশাল	ঢাকা	শরীয়তপুর
হিন্দু জনসংখ্যায়	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	মেহেরপুর
সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	ঢাকা	ময়মনসিংহ	পিরোজপুর	জামালপুর
লিঙ্গানুপাত	ঢাকা	চট্টগ্রাম	ঢাকা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পরিসংখ্যান	শীর্ষ উপজেলা	সর্বনিম্ন উপজেলা
জনসংখ্যায়	সাভার (ঢাকা)	জুরাছড়ি (রাঙ্গামাটি)
সাক্ষরতায়	নেছারাবাদ (পিরোজপুর)	রুমা (বান্দরবান)

CamScanner

জনশুমারিতে দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

- দেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা- ৫০টি।
- মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনসংখ্যা- ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৭৮ জন।
- পুরুষ ও নারীর অনুপাত যথাক্রমে- ৪৯.৯৮ : ৫০.০২।
- দেশের বৃহত্তম ৩ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী-
  ১ম- চাকমা (৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৬৫ জন)।
  ২য়- মারমা; **৩য়**- ত্রিপুরা।
- দেশের ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী- ভিল (৯৫ জন)।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনসংখ্যার অর্ধেকের চেয়েও বেশি অর্থাৎ সর্বাধিক বাস করে চট্টগ্রামে (৬০.০৪%)।

পরিসংখ্যান	শীর্ষ বিভাগ	সর্বনিম্ন বিভাগ	শীর্ষ জেলা	সর্বনিম্ন জেলা
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাসে	চট্টগ্রাম	বরিশাল	রাঙ্গামাটি	লালমনিরহাট

উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাসে শীর্ষ জেলা

নৃ-গোষ্ঠী	বসবাসে শীর্ষ জেলা	নৃ-গোষ্ঠী	বসবাসে শীর্ষ জেলা	নৃ-গোষ্ঠী	বসবাসে শীর্ষ জেলা
চাকমা	রাঙামাটি	মারমা	বান্দরবান	মণিপুরী*	মৌলভীবাজার
পাংখোয়া	রাঙামাটি	খুমী	বান্দরবান	খাসিয়া	মৌলভীবাজার
তঞ্চঙ্গা	রাঙামাটি	বম	বান্দরবান	পাত্র	সিলেট
ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি	খিয়াং	বান্দরবান	হাজং	নেত্রকোণা
রাখাইন	কক্সবাজার	ওরাওঁ	নওগাঁ	গারো	ময়মনসিংহ
সাঁওতাল	দিনাজপুর	মুন্ডা	নওগাঁ	ভিল	যশোর

[*] ভাষাগত এবং ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে বাংলাদেশের মণিপুরীরা তিনটি শাখায় বিভক্ত এবং স্থানীয়ভাবে তারা বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ ও পাঙন নামে পরিচিত। মণিপুরীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়টি 'পাঙন' বা 'মণিপুরী মুসলিম' হিসেবে পরিচিত।

অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪

- চতুর্থ অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১০-২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- ক্যাপি- এবারই প্রথম ট্যাবের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে শুমারির তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- দেশের প্রথম অর্থনৈতিক শুমারি হয়- ১৯৮৬ সালে।

GDP'র সাময়িক হিসাব ২০২৩-২৪ *[তথ্য- BBS]*

খাতসমূহ	অবদানের হার	প্রবৃদ্ধির হার
কৃষি	১১.০২	৩.২১
শিল্প	৩৭.৯৫	৬.৬৬
সেবা	৫১.০৪	৫.৮০

**GDP'র প্রবৃদ্ধির হার ৫.৮২% **মাথাপিছু GDP ২৬৭৫ মার্কিন ডলার **মাথাপিছু GNI ২৭৮৪ ডলার

GDP'তে প্রবৃদ্ধির হার ও অবদান ২০২৩-২৪ *[অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪]*

ক্ষেত্র	প্রবৃদ্ধির হার	কৃষি	শিল্প	সেবা
প্রবৃদ্ধির হার	৫.৮২	৩.২১	৬.৬৬	৫.৮০
অবদান	১০০	১১.০২	৩৭.৯৫	৫১.০৪
শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান	১০০	৪৫.০০	১৭.০০	৩৮.০০

**২০০৫-০৬ ভিত্তিবছরে GDP খাত ছিল ১৫টি। **২০১৫-১৬ ভিত্তিবছর থেকে GDP খাত ১৯টি।

CamScanner

বিভিন্ন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি

দেশ	প্রেসিডেন্ট	প্রধানমন্ত্রী
বাংলাদেশ	মো. সাহাবুদ্দিন (২২তম)	ড. মুহাম্মদ ইউনূস (প্রধান উপদেষ্টা)
ভারত	দ্রৌপদী মুর্মু (২য় নারী)	নরেন্দ্র মোদী (টানা ৩য় বার)
পাকিস্তান	আসিফ আলী জারদারি (১৪তম)	শাহবাজ শরীফ (২৪তম)
শ্রীলঙ্কা***	অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে (জাঠিকা জানা বালাওয়েগয়া)	হরিণী আমারাসুরিয়া
সিঙ্গাপুর	থারমান শানমুগারাতনাম	লরেন্স ওং
ইরান	মাসুদ পেজেশকিয়ান	সুপ্রিম লিডার- আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ	মাহমুদ আব্বাস	মোহাম্মদ মুস্তাফা
চীন	শি জিনপিং	লি কিয়াং
ফ্রান্স	ইমানুয়েল ম্যাক্রো (সর্বকনিষ্ঠ)	ফ্রাঁসোয়া বাইরু (সর্বকনিষ্ঠ)
রাশিয়া	ভ্লাদিমির পুতিন (৫ম বারের মতো)	মিখাইল মিশুস্তিন
ইউক্রেন	ভলোদিমিয়ের জেলেনস্কি	ডেনিস স্মিগাল

গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রেসিডেন্ট

মালদ্বীপ	মোহামেদ মুইজ্জু (দল- প্রোগ্রেসিভি পার্টি অব দ্য মালদ্বীপ)
ইন্দোনেশিয়া	প্রাবোও সুবিয়ান্তো (দল- গেরিন্ড্রা পার্টি)
তুর্কিয়ে	রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান
তাইওয়ান	লাই চিং-তে (দল- ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি)
দক্ষিণ কোরিয়া	চৈ সাং-মোক
অস্ট্রিয়া	আলেকজান্ডার শ্যালেনবার্গ (চ্যান্সেলর)
জার্মানি	ওলাফ শলৎস (চ্যান্সেলর)
জর্জিয়া***	মিখাইল কাভেলাশভিলি (ফুটবলার ছিলেন)
ব্রাজিল	লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা
আর্জেন্টিনা	জাভিয়ের মিলেই (দল- লিবার্টি এডভান্সেস)
মেক্সিকো***	ক্লডিয়া শেনবাউম (জলবায়ুবিজ্ঞানী); প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট
ডোমিনিকা	সিলভানি বার্টন (প্রথম নারী এবং প্রথম আদিবাসী প্রেসিডেন্ট)
নামিবিয়া***	নেতুম্বো নান্দি-এনদাইতওয়া (প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট)

নামিবিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নেতুম্বো নান্দি এনদাইতওয়া

গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রধানমন্ত্রী

থাইল্যান্ড***	পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা (সর্বকনিষ্ঠ ও ২য় নারী প্রধানমন্ত্রী)
মালয়েশিয়া	আনোয়ার ইব্রাহিম
জাপান***	শিগেরু ইশিবা (দল- লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি)
যুক্তরাজ্য***	স্যার কিয়ার স্টারমার (লিবারেল পার্টি)
কানাডা	জাস্টিন ট্রুডো
ইতালি	জর্জিয়া মেলোনি (১ম নারী প্রধানমন্ত্রী)
ইসরাইল	বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু (দীর্ঘকালীন প্রধানমন্ত্রী; দল- লিকুদ পার্টি)
স্লোভাকিয়া	রবার্ট ফিচো (রুশপন্থী); দল- ডিরেকশন-সোশ্যাল ডেমোক্রেসি
আইসল্যান্ড	ক্রিস্টরান ফ্রস্টেডত্তির

থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা

সংস্থার নতুন মুখ

সংস্থার নাম	পদবি	নাম	দেশ
UN (জাতিসংঘ)	মহাসচিব	অ্যান্তোনিও গুতেরেস (৯ম)	পর্তুগাল
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ	প্রেসিডেন্ট	ফিলেমন ইয়াং	ক্যামেরুন
জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক	হাইকমিশনার	ভলকার তুর্ক	অস্ট্রিয়া
IMF***	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা	বুলগেরিয়া
	প্রধান অর্থনীতিবিদ	পিয়েরে অলিভিয়ের গৌরিঞ্চাস	ফ্রান্স
World Bank***	প্রেসিডেন্ট	অজয় বাঙ্গা; (ভারতীয় বংশোদ্ভূত)	যুক্তরাষ্ট্র
	প্রধান অর্থনীতিবিদ	ইন্দরমিত গিল	ভারত
Commonwealth***	প্রধান	তৃতীয় চার্লস	যুক্তরাজ্য
	মহাসচিব	শার্লি আয়োরকর বোচওয়ে (৭ম)	ঘানা
OIC***	মহাসচিব	হুসেইন ইব্রাহিম তাহা (১২তম)	শাদ
European Commission	প্রেসিডেন্ট	উরসুলা ভন দার লেন (১ম নারী)	জার্মানি
European Central Bank	প্রেসিডেন্ট	ক্রিস্টিনা লাগার্দ (১ম নারী)	ফ্রান্স
European Council	প্রেসিডেন্ট	অ্যান্টোনিও কস্তা	
NAM	চেয়ারম্যান	ইয়োরি মুসেভেনি	উগান্ডা
G-7***	চেয়ারম্যান	জাস্টিন ট্রুডো	কানাডা
D-8	মহাসচিব	ইসিয়াক আব্দুল কাদির ইমাম	নাইজেরিয়া
OPEC	মহাসচিব	হাইতাম আল ঘাইস	কুয়েত
APEC	চেয়ারপার্সন	দিনা বলুয়ার্তে	পেরু
NATO***	মহাসচিব	মার্ক রুটে	নেদারল্যান্ডস
INTERPOL	মহাসচিব	ভালডেসি উরকুইজা	ব্রাজিল
FAO	মহাপরিচালক	কিউ দনগিউ	চীন
WTO	মহাপরিচালক	নগোজি ওকোঞ্জো-আইওয়েলা (১ম নারী)	নাইজেরিয়া
WHO***	মহাপরিচালক	টেডরস আধানম গেব্রিয়াসুস	ইথিওপিয়া
UNICEF	নির্বাহী পরিচালক	ক্যাথরিন এম রাসেল	যুক্তরাষ্ট্র
UNESCO	মহাপরিচালক	আন্দ্রে আজুলে	ফ্রান্স
FIFA	প্রেসিডেন্ট	জিয়ান্নি ইনফান্তিনো	সুইজারল্যান্ড
ICC (ক্রিকেট কাউন্সিল)	চেয়ারম্যান	জয় শাহ	ভারত
SAARC***	মহাসচিব	গোলাম সারওয়ার (১৫তম); ৩য় বাংলাদেশি	বাংলাদেশ
BIMSTEC	মহাসচিব	ইন্দ্রা মনি পান্ডে	ভারত
ASEAN	মহাসচিব	কাউ কিম হাওরন; ১৫তম	কম্বোডিয়া
Arab League	মহাসচিব	আহমেদ আবুল ঘেইত	মিশর
NDB	প্রেসিডেন্ট	দিলমা রৌসেফ (১ম নারী)	ব্রাজিল
ADB***	প্রেসিডেন্ট	মাসাতসুগু আসাকাওয়া (বর্তমান)	জাপান
	প্রেসিডেন্ট	মাসাতো কান্ডা (পরবর্তী)	জাপান

॥ তারকা চিহ্নিত (***) সংস্থার তথ্যগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ ॥

নোট: *বর্তমানে BIMSTEC এর সভাপতি থাইল্যান্ড, সংস্থাটির পরবর্তী সভাপতি হবে বাংলাদেশ।*

CamScanner

বিভিন্ন রিপোর্ট ও সমীক্ষার সর্বশেষ তথ্য

রিপোর্টের নাম	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
সুখ সূচক-২০২৪***	ফিনল্যান্ড	আফগানিস্তান	১২৯তম
টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০২৪***	ফিনল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১০৭তম
লিঙ্গসমতা সূচক-২০২৪***	আইসল্যান্ড	সুদান	৯৯তম
শান্তি সূচক-২০২৪***	আইসল্যান্ড	ইয়েমেন	৯৩তম
সমৃদ্ধি সূচক	নরওয়ে	ইয়েমেন	৯৯তম
গণতন্ত্র সূচক-২০২৩	নরওয়ে	আফগানিস্তান	৭৫তম
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক-২০২৪***	নরওয়ে	ইরিত্রিয়া	১৬৫তম
ই-গভর্নমেন্ট সূচক	ডেনমার্ক	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১০০তম
আইনের শাসন সূচক-২০২৪	ডেনমার্ক	ভেনেজুয়েলা	১২৭তম
স্বাধীনতা সূচক-২০২৪	ডেনমার্ক	আফগানিস্তান	১৪১তম
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সূচক	ডেনমার্ক	উত্তর কোরিয়া	১২৮তম
নারী নিরাপত্তা সূচক-২০২৩-২৪	ডেনমার্ক	আফগানিস্তান	১৩১তম
টেকসই প্রতিযোগিতামূলক সূচক-২০২৪***	সুইডেন	সোমালিয়া	১১৬তম
সামরিক শক্তি র‍্যাঙ্কিং-২০২৪***	যুক্তরাষ্ট্র	ভুটান	৩৭তম
সামরিক ব্যয় র‍্যাঙ্কিং-২০২৪	যুক্তরাষ্ট্র	আইসল্যান্ড	৪৩তম
বেস্ট কান্ট্রিস ফর হায়ারিং ফ্রিল্যান্সার	যুক্তরাষ্ট্র	নাইজেরিয়া	২৯তম
ভ্রমণ ও পর্যটন সূচক-২০২৪***	যুক্তরাষ্ট্র	মালি	১০৯তম
মানব উন্নয়ন সূচক-২০২৩-২৪***	সুইজারল্যান্ড	সোমালিয়া	১২৯তম
উদ্ভাবনী সূচক-২০২৪***	সুইজারল্যান্ড	অ্যাঙ্গোলা	১০৬তম
কিডস রাইটস সূচক-২০২৪	লুক্সেমবার্গ	আফগানিস্তান	৯৬তম
ধনী দেশ সূচক-২০২৪	লুক্সেমবার্গ	দক্ষিণ সুদান	১৩০তম
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক-২০২৪	সিঙ্গাপুর	উত্তর কোরিয়া	১১৬তম
AI প্রস্তুতি সূচক	সিঙ্গাপুর	দক্ষিণ সুদান	১৩৩তম
হেনলি পাসপোর্ট সূচক	সিঙ্গাপুর	আফগানিস্তান	১০০তম
ডিজিটাল জীবনমান সূচক-২০২৩***	ফ্রান্স	ইয়েমেন	৮২তম
পরিবেশ বিষয়ক সূচক-২০২৪	এস্তোনিয়া	ভিয়েতনাম	১৭৫তম
ক্ষুধা সূচক-২০২৪	বেলারুশ (শীর্ষ ক্ষুধামুক্ত)	সোমালিয়া, বুরুন্ডি, দ. সুদান	৮৪তম
সন্ত্রাস সূচক-২০২৪***	বুরকিনা ফাসো	---	৩২তম
সহিংসতাপ্রবণ দেশ	ফিলিস্তিন		১৮তম
বাসযোগ্য শহর সূচক-২০২৪	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	দামেস্ক, সিরিয়া	১৬৮তম (ঢাকা)
ব্যয়বহুল শহর সূচক-২০২৪	হংকং, চীন	আবুজা, নাইজেরিয়া	১৪০তম (ঢাকা)

নোট-১: *"দুর্নীতি ধারণা সূচক ২০২৩"-এ শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ সোমালিয়া, কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ডেনমার্ক। বাংলাদেশ শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্তের দিক দিয়ে ১০তম এবং কম দুর্নীতিগ্রস্তের দিক দিয়ে ১৪৯তম।*

নোট-২: *বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তায় 'রোল মডেল' তালিকায় ৪৬টি দেশের মধ্যে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ।*

নোট-৩: অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র। অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ- ভারত; বাংলাদেশ- ২৬তম।

CS CamScanner

তেল-গ্যাস প্রতিবেদন-২০২৪

বিষয়	রিজার্ভ/মজুদ	উৎপাদন	রপ্তানি	আমদানি
তেল	ভেনেজুয়েলা	যুক্তরাষ্ট্র	সৌদি আরব	চীন
গ্যাস	রাশিয়া	রাশিয়া	রাশিয়া	জার্মানি

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান-২০২৩ [WTO]

- বৈশ্বিক রপ্তানিতে, বস্ত্র রপ্তানিতে, তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ও বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ- চীন।
- বৈশ্বিক আমদানিতে, বস্ত্র আমদানিতে, তৈরি পোশাক আমদানিতে ও বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ- ২য়; বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশ- ৪র্থ।
- বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ আসে- তৈরি পোশাক খাতে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে- নীটওয়্যার।

নোট: *জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) অনুযায়ী বিনিয়োগে ও বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র; বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাজ্য।*

বিশ্ব অভিবাসন প্রতিবেদন

- রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ- ভারত (বাংলাদেশ- ৮ম)।
- রেমিট্যান্স উৎসে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র (সৌদি আরব- ২য়)
- অভিবাসীদের গন্তব্যে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- অভিবাসী পাঠানোয় শীর্ষ দেশ- ভারত (বাংলাদেশ- ৬ষ্ঠ)।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি-২০২৪

পণ্য	উৎপাদনে শীর্ষ	উৎপাদনে বাংলাদেশ
ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	---
গম	চীন	---
ধান	চীন	৩য়
আলু	চীন	৭ম
মাছ	চীন	৭ম

পণ্য	রপ্তানিতে শীর্ষ	আমদানিতে শীর্ষ	আমদানিতে বাংলাদেশ
খাদ্য	যুক্তরাষ্ট্র	চীন	৩৭তম
চাল	ভারত	চীন	১৫তম
গম	অস্ট্রেলিয়া	চীন	১৪তম
ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	চীন	---

সূত্র: *World Food and Agriculture-Statistical Yearbook-2024*

জাতিসংঘ ঘোষিত বর্ষ ও দশক

সময়কাল	International Year of... (আন্তর্জাতিক বর্ষ)
২০২৪	Camelids.
২০২৫	Peace and Trust.*** (শান্তি ও আস্থা বর্ষ)
	Glaciers' Presrvation. (হিমবাহ সংরক্ষণ বর্ষ)
	Cooperatives. (সমবায় বর্ষ)
	Quantum Science and Technology. (কোয়ান্টাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বর্ষ)
২০২৬	Volunteers for Sustainable Development.*** (টেকসই উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবক বর্ষ)
	The Woman Farmer.*** (নারী কৃষক বর্ষ)
২০২৭	Sustainable and Resilient Tourism.*** (পর্যটনে টেকসই ও স্থিতিস্থাপক বর্ষ)
সময়কাল	**Decade (দশক)**
২০২২-২০৩২	Indigenous Languages.
২০২৪-২০৩৩	Sciences for Sustainable Development.***
২০২৫-২০৩৪	Combating Sand and Dust Storms.

BRICS ও NDB'র সদস্য বৈচিত্র্য

- BRICS হলো- বিশ্বের বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের জোট।
- BRICS'র প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক- NDB (BRICS Bank নামেও পরিচিত)।

BRICS এর সদস্য ১০ দেশ

১. ব্রাজিল
২. রাশিয়া
৩. ভারত
৪. চীন
৫. দক্ষিণ
৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত
৭. মিশর
৮. ইরান
৯. ইথিওপিয়া
১০. ইন্দোনেশিয়া

NDB এর সদস্য ১০ দেশ

১. ব্রাজিল
২. রাশিয়া
৩. ভারত
৪. চীন
৫. দক্ষিণ আফ্রিকা
৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত
৭. মিশর
৮. বাংলাদেশ
৯. উরুগুয়ে
১০. আলজেরিয়া

- BRICS'র সদস্য নয় কিন্তু NDB এর সদস্য দেশ- বাংলাদেশ, উরুগুয়ে ও আলজেরিয়া।
- মার্কিন ডলারের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার রোধে আন্তর্জাতিক মুদ্রা চালুর ঘোষণা দেয়- BRICS.

বিভিন্ন সংস্থার সর্বশেষ সদস্য

সংস্থার নাম	তম	সর্বশেষ সদস্য	সংস্থার নাম	তম	সর্বশেষ সদস্য
CSC*	৫	বাংলাদেশ	Commonwealth*	৫৬	টোগো
D-8*	৯	আজারবাইজান	ADB	৬৯	ইসরায়েল
SCO	১০	বেলারুশ	NAM	১২১	দক্ষিণ সুদান
NDB***	১০	আলজেরিয়া	ICC (অপরাধ আদালত)	১২৫	ইউক্রেন
BRICS***	১০	ইন্দোনেশিয়া	WTO	১৬৬	তিমুর লিসতে
ACU	১১	মরিশাস	IDA	১৭৫	সুরিনাম
OPEC	১২	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	IAEA	১৮০	সোমালিয়া
ইউরো মুদ্রা ব্যবহারকারী*	২৬	ক্রোয়েশিয়া	IFAD	১৮০	লিথুয়ানিয়া
G-20*	২১	আফ্রিকান ইউনিয়ন	IPU	১৮১	জ্যামাইকা
EU*	২৭	ক্রোয়েশিয়া	World Bank	১৮৯	নাউরু
শেনজেন অঞ্চল***	২৯	রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া	IMF	১৯১	লিচেনস্টাইন
NATO*	৩২	সুইডেন	WHO	১৯৪	দক্ষিণ সুদান
AU	৫৫	মরক্কো	UNESCO*	১৯৪	যুক্তরাষ্ট্র

- তিমুর লিসতে ASEAN এর সদস্য দেশ নয়, পর্যবেক্ষক/সদস্য প্রার্থী দেশ।
- যুক্তরাষ্ট্র UNESCO ত্যাগ করে পুনরায় যোগদান করে।
- Belt and Road Initiative (BRI) প্রকল্প থেকে সম্প্রতি নাম প্রত্যাহার করে G-7 ভুক্ত দেশ ইতালি। উল্লেখ্য, ইতালি BRI প্রকল্পে যোগদানকারী একমাত্র G-7 ভুক্ত দেশ ছিল।
- বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অঞ্চল- African Continental Free Trade Area (AfCFTA).
- বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট- European Union (EU).
- বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক জোট- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

নোট: তবে অপশনে RCEP না থাকলে WTO (World Trade Organization) উত্তর করতে হবে।

CS CamScanner

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন

জোটের নাম	তম	সময়কাল	স্থান
BRICS	১৬তম***	২২-২৪, অক্টোবর, ২০২৪	কাজান, রাশিয়া
	১৭তম	২০২৫	ব্রাজিল
G-7	৫০তম	১৩-১৫ জুন, ২০২৪	ফাসানো ও আপুলিয়া, ইতালি
	৫১তম***	জুন, ২০২৫	আলবার্টা, কানাডা
G-20	১৯তম***	১৮-১৯ নভেম্বর, ২০২৪	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল
	১৯তম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন- লুলা দা সিলভা (ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট)।		
	২০তম	২২-২৩ নভেম্বর, ২০২৫	জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা
D-8	১১তম***	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪	কায়রো, মিশর
Commonwealth	২৭তম	২১-২৬ অক্টোবর, ২০২৪	আপিয়া, সামোয়া
	২৮তম	২০২৬	অ্যান্টিগুয়া এন্ড বারবুডা
NATO	৩৩তম	৯-১১ জুলাই, ২০২৪	ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
	৩৪তম	২৪-২৬ জুন, ২০২৫	হেগ, নেদারল্যান্ডস
APEC	৩১তম***	৯-১৬ নভেম্বর, ২০২৪	লিমা, পেরু
	৩২তম	নভেম্বর, ২০২৫	দক্ষিণ কোরিয়া
Arab League	৩৩তম	১৬ মে, ২০২৪	মানামা, বাহরাইন
OIC	১৫তম	৪-৫ মে, ২০২৪	বানজুল, গাম্বিয়া
	১৬তম***	২০২৬	আজারবাইজান
LDC-5	৫ম	৫-৯ মার্চ, ২০২৩	দোহা, কাতার
NAM	১৯তম	১৫-২০ জানুয়ারি, ২০২৪	কাম্পালা, উগান্ডা
ASEAN	৪৪ ও ৪৫তম	৬-১১ অক্টোবর, ২০২৪	ভিয়েনতিয়েন, লাওস
	৪৬ ও ৪৭তম	২০২৫	মালয়েশিয়া
SDG	-	২২-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
WEF	৫৫তম	২০-২৪ জানুয়ারি, ২০২৫	দাভোস, সুইজারল্যান্ড

১৯তম জি-২০ সম্মেলনে গঠিত নতুন জোট

- **নাম-** Global Alliance Against Hunger and Poverty.
- **গৃহীত হয়-** ২৪ জুলাই, ২০২৪; **স্বাক্ষরিত হয়-** ১৮ নভেম্বর, ২০২৪।
- **স্থান-** রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল; **জোটটির উদ্যোক্তা দেশ-** ব্রাজিল।
- **উদ্দেশ্য-** বৈশ্বিক ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মোকাবিলায়; **জোটটির সদস্য-** বাংলাদেশ।

জোটটির উদ্বোধনী সদস্য হিসেবে 'বোড অব চ্যাম্পিয়ন্সের' অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম ঘোষণা করা হয়।

নোট: ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ১৮তম জি-২০ সম্মেলনে ভারতের উদ্যোগে গঠিত Global Biofuels Alliance (GBA) বা বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোটের ৩৪ সদস্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ।

World Economic Forum (WEF)

- **পরিচয়-** বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম।
- **WEFর' প্রতিষ্ঠাতা-** ক্লাউস শোয়াব।
- **সদর দপ্তর-** কলনজি, সুইজারল্যান্ড; **প্রতিষ্ঠিত হয়-** ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭১।
- **অংশগ্রহণ করে-** বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীরা।

CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক KEYWORDS

- **ডানা ৩৬-** ২০২৫ সালের একাদশ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (BPL) মাসকট।
- **আবার এলো বিপিএল-** ২০২৫ সালের একাদশ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (BPL) থিম সং।
- **নির্মাতা-** শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের লড়াই ও সংগ্রামের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র।
- **৮৪০ : ডেমোক্রেসি প্রাইভেট লিমিটেড-** নাটকটির পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।
- **কেবিন ১১৭-** জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুশয্যায় ভর্তিকৃত রুম।
- **Shukhee-** দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্ম।
- **Dinga Dinga-** উগান্ডায় সংক্রমিত নতুন এক ভাইরাসের নাম।
- **নাগাপালি-** মিয়ানমারের একটি সমুদ্র সৈকত।
- **মাসাকো-** ব্রাজিলের নতুন একটি আদিবাসী সম্প্রদায় (আমাজনে বসবাস)।

ব্রাজিলের নতুন আদিবাসী মাসাকো।

- **ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া-** বিশ্বের প্রথম বাজারজাতকৃত ডেঙ্গু টিকার নাম।
- **Generation Beta-** ১ জানুয়ারি, ২০২৫ এরপর যাদের জন্ম, তারা এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত।
- **নিউট্রিয়েন্ট ব্যালেন্স-** বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত সারের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের অ্যাপের নাম।
- **First Nations-** এরা এমন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যারা কোনো এলাকার আদি বাসিন্দা। শব্দটি বিশেষ করে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে ব্যবহৃত হয়।
- **Next Eleven-** একুশ শতকে পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ১১টি দেশকে Next Eleven বা N-11 বলা হয়। দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, মিশর, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও মেক্সিকো।
- **মেগাফোন ডিপ্লোমেসি-** এ কূটনৈতিক কার্যক্রমে দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি আলোচনা করে, মিডিয়ার মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করে চাপ সৃষ্টি করা হয়।
- **The Next Asian Tiger-** অর্থনীতিবিদরা ভিয়েতনামকে এ নামে আখ্যায়িত করেন।
- **SMR-** ছোট পারমাণবিক ফিশন রি-অ্যাক্টর। পূর্ণরূপ- Small Modular Reactor.
- **টিশক-** আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে এ নামে ডাকা হয় (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- সিমন হ্যারিস)।
- **হর্স ট্রেডিং-** বিশেষভাবে রাজনৈতিক ভোট বাণিজ্যকে বোঝানো হয়।
- **প্যাসিফিক রিং অব ফায়ার-** বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকম্প বেল্ট।
- **ROSNEFT-** রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি।
- **মেঘনা ক্লাউড-** বাংলাদেশের প্রথম ক্লাউডভিত্তিক ডেটা সেন্টার।
- **কোড ব্ল্যাক-** দেশের নারীদের নিয়ে গঠিত প্রথম রোবোটিক্স দলের নাম।

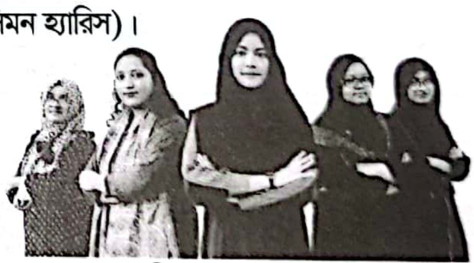

দেশের নারীদের প্রথম রোবোটিক্স দল 'কোড ব্ল্যাক'

- **লিবেরো-** শব্দটি 'ভলিবল' ও 'ফুটবল' খেলার সাথে সম্পৃক্ত।
- **পূর্ণ-** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক উন্মোচিত নতুন বাংলা ফন্টের নাম।
- **'উচ্চারণ', 'কথা' ও 'বর্ণ'-** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক উন্মোচিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বাংলা ভাষার সফটওয়্যার।
- **জেলিফিস প্যারেন্টিং-** সন্তানকে বড় করার এক ধরনের প্রচলিত ব্যবস্থা, যেখানে শিশুকাল থেকে অতি আদর-যত্নে শিশুদের লালন-পালন করা হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবারে বাবা-মা সন্তানদের কোনো কিছুর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না।
- **ব্যাটেলিং বেগমস-** বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বোঝানো হয়।
- **Repo Rate-** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দিয়ে থাকে, সেই সুদের হারকে Repo Rate বা নীতি সুদহার বলে। মূলত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে Repo Rate বাড়ানো হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত নীতি সুদহার (Repo Rate) ১০.০%।
- **বাজারভিত্তিক সুদহার-** বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদহার বাজারের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। পূর্বে সুদহার নির্ধারণ করা হতো SMART (Six months Moving Average Rate of Treasury bill) পদ্ধতিতে।
- **সার্বজনীন পেনশন-** ১৭ আগস্ট, ২০২৩ চালুকৃত চার ধরনের (প্রগতি, সমতা, সুরক্ষা ও প্রবাসী) পেনশন কর্মসূচি।

CamScanner

- **Blue Economy**- সমুদ্র থেকে আহরণকৃত যে কোনো সম্পদ, যা দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তাই Blue Economy বা সুনীল/নীল অর্থনীতি। সুনীল অর্থনীতির ধারণা দেন অর্থনীতিবিদ গুন্টার পাওলি।
- **ব্যাংকাস্যুরেন্স**- ১ মার্চ, ২০২৪ দেশে ব্যাংকাস্যুরেন্স (ল্যাটিন শব্দ) সেবা চালু হয়। প্রথম চালু করে সিটি ব্যাংক।
- **অফশোর ব্যাংকিং**- ৫ মার্চ, ২০২৪ 'অফশোর ব্যাংকিং বিল-২০২৪' চালু হয়। ৬টি মুদ্রায় (মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউরো, কানাডিয়ান ডলার, জাপানি ইয়েন এবং চায়নিজ ইউয়ান) দেশে এ কার্যক্রম চলবে। 'অফশোর ব্যাংকিং' হলো ব্যাংকের ভেতরে আলাদা এক ব্যাংকিং ব্যবস্থা।
- **Crawling Peg**- দেশীয় মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের পদ্ধতির নাম ক্রলিং পেগ। ৮ মে, ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণে এ পদ্ধতি চালু করে।
- **রুম নম্বর ২০১১**- শহিদ আবরার ফাহাদকে নিয়ে শেখ জিসান আহমেদ নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা।
- **আয়নাঘর**- একটি গোপন বন্দিশালার নাম; এটি প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তরের গোপনীয় গোয়েন্দা ইউনিট (Counter Terrorism and Intelligence Bureau- CTIB) দ্বারা পরিচালিত হতো।
- **জীবন**- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেডের উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিসেবার নাম।
- **Freedom : Memoirs 1954-2021**- জার্মানির প্রথম নারী চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের আত্মজীবনী।
- **টিপু সুলতান : দ্য সাগা অব দ্য মহীশূর ইন্টারেগনাম**- ভারতীয় ইতিহাসবিদ বিক্রম সম্পাথ রচিত গ্রন্থ।
- **স্লিপ অ্যাপনিয়ার**- যুক্তরাষ্ট্রের ঔষধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক প্রথমবারের মতো অনুমোদিত জেপবাউন্ড ঔষধ।
- **অভ্যুত্থান**- শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ (Coup) ক্যু থেকে; যার অর্থ আকস্মিকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ।
- **Graffiti**- ইতালীয় শব্দ থেকে আগত, সাধারণত দেয়াল বা রাস্তায় আঁকা কোনো চিত্র বা লেখাকে নির্দেশ করে।
- **Deepfake**- এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে নকল ভিডিও কিংবা ছবি তৈরি করা হয়।
- **বিশেষ লাউঞ্জ ও ওয়েটিং লাউঞ্জ**- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য চালুকৃত সেবা।
- **জেজু এয়ার ফ্লাইট ২২১৬**- ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ দক্ষিণ কোরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় শিকার হওয়া ফ্লাইটটির নাম।
- **আজারবাইজান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ৮২৪৩**- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ কাজাখস্তানে বিমান দুর্ঘটনায় শিকার হওয়া ফ্লাইটটির নাম।
- **কারফিউ বা সান্ধ্য আইন**- নির্দিষ্ট সময়ে চারজনের বেশি মানুষকে একত্রে জমায়েত হওয়া থেকে বিরত করতে জারিকৃত আইন।

আলোচিত স্থান, অস্ত্র, সশস্ত্র গোষ্ঠী, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত KEYWORDS

- **ওয়াটারমেলন**- মিয়ানমারের গুপ্তচর বাহিনী।
- **ব্রিগেড ৬১১**- মিয়ানমারের বহু জাতিগোষ্ঠীর যোদ্ধাদের সংগঠন।
- **মায়াওয়াদ্দি**- মিয়ানমারের একটি শহর।
- **THAAD**- যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
- **লকহিড মার্টিন**- যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।
- **আয়রন ডোম**- ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
- **সাভাক**- ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা।
- **এক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স**- মধ্যপ্রাচ্যে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী।
- **ইয়ামাম**- ইসরায়েলের জাতীয় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট।
- **মুস্তারিবিন**- ইসরায়েলের কুখ্যাত গুপ্তচর বাহিনী।
- **নর্থরো**- লেবাননে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর অভিযানের নাম।
- **কলিনিনগ্রাদ**- পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া সীমান্তে অবস্থিত রুশ ছিটমহল।

পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া সীমান্তে অবস্থিত রুশ ছিটমহল কলিনিনগ্রাদ।

- **টোবোল**- রাশিয়ার গোপন অস্ত্র।
- **JAXA**- জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।
- **KNF**- কুকি চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা বম পার্টি হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয় নিষিদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন।
- **ওশেন ২০২৪**- রাশিয়ার নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নৌ মহড়ার নাম।

CamScanner

এক নজরে সাম্প্রতিক (বাংলাদেশ)

- যুক্তরাজ্যের সাময়িকী The Economist-এর ২০২৪ সালের বর্ষসেরা দেশ- বাংলাদেশ।
- কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হয় বা জাতীয় কবি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি হয়- ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ (ফলে কাজী নজরুল ইসলামের বাংলাদেশে আসার তারিখ ২৪ মে, ১৯৭২ থেকে জাতীয় কবি ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ হয়)।
- রিওভাইরাস (Reovirus)- হলো রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড ভাইরাস; এর পূর্ণরূপ- Respiratory Enteric Orphan Virus. (ভাইরাসটি বাংলাদেশে শনাক্ত হয় ১০ জানুয়ারি, ২০২৫, বিশ্বে প্রথম শনাক্ত ১৯৫০ সালে)।
- দেশে প্রথমবারের মতো হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাসে (HMPV) আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়- ২০১৭ সালে (বিশ্বে প্রথম শনাক্ত করেন নেদারল্যান্ডসের গবেষক বার্নাডেট জি ভ্যান; ২০০১ সালে)।
- আফ্রিকার যে শীর্ষ এয়ারলাইন্স ঢাকায় ফ্লাইট চালু করেছে- ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স।
- বাংলাদেশ এক্সপ্রেস বলা হয়- ক্রিকেটার নাহিদ রানাকে।
- দেশের শততম মাইলফলক স্পর্শকারী জাহাজের নাম- এমভি জাহান-১।
- বিশ্বের মোট আহরণকৃত ইলিশের মধ্যে বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়- ৮৬%।
- দেশে প্রথম 'বায়োলজিক ওষুধ' তৈরি করেছেন- কাকন নাগ ও নাজনীন সুলতানা।
- ম্রো ভাষায় বীরশ্রেষ্ঠের জীবনী- নমমো তসেন কিয়াক মি (লেখক- ইয়াংঙান ম্রো)।
- নতুন পাঠ্যবইয়ে সংযুক্ত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস '১৯৭১' এর রচয়িতা- হুমায়ূন আহমেদ।

'বাংলাদেশ এক্সপ্রেস' বলা হয় ক্রিকেটার নাহিদ রানাকে।

- যে দেশের প্রস্তাব মেনে জাতিসংঘ ৬ জুলাইকে 'বিশ্ব পল্লি উন্নয়ন দিবস' ঘোষণা করে- বাংলাদেশ।
- থাইল্যান্ড বাংলাদেশিদের জন্য ই-ভিসা সেবা চালু করে- ২ জানুয়ারি, ২০২৫।
- ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ বাংলাদেশ কনস্যুলেট যে দেশে ই-পাসপোর্ট সেবা উদ্বোধন করে- হংকং।
- বর্তমানে বিশ্বের যতটি দেশে বাংলাদেশিদের জন্য দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ রয়েছে- ১০১টি।
- ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমবারের মতো ক্যাম্পাসে যে সেবা চালু করে- শাটল বাস সেবা।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি শাটল ট্রেনকে অভিহিত করা হয়- জোবরা এক্সপ্রেস নামে।
- ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ যে দেশের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর করেন- তিমুর লিসতের প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস হোর্তা।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (BIDS) মতে তৈরি পোশাকে নারীর অংশগ্রহণের হার- ৫৩%।
- আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (icddr,b) তথ্যমতে অপরিণত শিশু জন্মের হারে শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের শীর্ষ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান- সুইডেনের এইচঅ্যান্ডএম।
- বর্তমানে দেশে নদীবন্দর রয়েছে- ৫৩টি (সর্বশেষ- সন্দ্বীপ উপকূলীয় নদীবন্দর, চট্টগ্রাম)।
- দেশের প্রথম ও একমাত্র উপকূলীয় নদীবন্দর- সন্দ্বীপ উপকূলীয় নদীবন্দর।
- বর্তমানে দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়- ৫৫টি।
- দেশের একমাত্র যে বিভাগে রেলপথ নেই- বরিশাল।
- 'শুভ সন্ধ্যা' সমুদ্র সৈকত যে জেলায় অবস্থিত- বরগুনা।
- বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রয়েছে- ১৪৩টি।
- দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত রয়েছে- ৪৯টি জেলা (সর্বশেষ- নড়াইল)।

দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত ৪৯তম জেলা নড়াইল।

- 'কক্সবাজার এক্সপ্রেস' ও 'পর্যটক এক্সপ্রেস' চলাচল করে- ঢাকা-কক্সবাজার রুটে।
- 'জাহানাবাদ এক্সপ্রেস', 'চিত্রা এক্সপ্রেস', 'সুন্দরবন এক্সপ্রেস', ও 'নকশিকাঁথা এক্সপ্রেস' চলাচল করে- ঢাকা-খুলনা রুটে।
- ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ প্রকাশিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির শ্বেতপত্র : একটি উন্নয়ন আখ্যানের ব্যবচ্ছেদ' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশ থেকে পাচার হয়- ২৮ লাখ কোটি টাকা (২৩৪ বিলিয়ন ডলার)।
- বাংলাদেশি জাহাজ 'এমভি আবদুল্লাহ'কে ভারত মহাসাগর থেকে সোমালিয়ান জলদস্যুরা ছিনতাই করে- ১২ মার্চ, ২০২৪; জাহাজটি মুক্ত হয়- ১৩ এপ্রিল, ২০২৪। জাহাজটি উদ্ধারে সহযোগিতা করে- ইউরোপীয় ইউনিয়ন নৌবাহিনীর অপারেশন আটলান্টা ও ভারতীয় নৌবাহিনী।

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে নারী উপদেষ্টা- ৪ জন (সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, নূরজাহান বেগম, ফরিদা আখতার ও শারমীন এস মুরশিদ)।
- গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান- কামাল আহমেদ।
- স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান- অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ।
- দেশের ইতিহাসে প্রথম নারী অর্থ প্রতিমন্ত্রী- ওয়াসিকা আয়শা খান।
- গুগল অ্যাওয়ার্ড ফর ইনক্লুশন রিসার্চ জয়ী প্রথম বাংলাদেশি- ইশতিয়াক আহমেদ।

নতুন ২টি হটলাইন নম্বর

- ভূমিসেবা হটলাইন নম্বর- ১৬১২২।
- ১৬১২১ সহ ভোক্তারা অভিযোগ জানাতে পারবে ৩৩৩-এ।

- 'টাইম ১০০ নেক্সট ২০২৪' এ 'লিডারস' ক্যাটাগরিতে স্থান পান- উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।
- দেশের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ উপদেষ্টা- আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মো. নাহিদ ইসলাম।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বর্তমান চেয়ারম্যান- ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন (৭ম)।
- প্রথম ব্রিটিশ-বাংলাদেশি হিসেবে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভায় স্থান করে নেন- রুশনারা আলী ও টিউলিপ সিদ্দিক।
- ২০২৪ সালের বর্ষপণ্য- হস্তশিল্পজাত পণ্য; ২০২৫ সালের বর্ষপণ্য- আসবাবপত্র (Furniture).
- ২০২৪ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ যে দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহার ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত চুক্তি করে- কাতার।
- কোরআন শরিফের বাংলা অনুবাদকারী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের জন্ম- নরসিংদীর পাঁচদোনা গ্রামে।
- বানৌজা বিষখালী- দেশে তৈরি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হওয়া নতুন যুদ্ধজাহাজ।
- দেশের প্রথম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়- কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক ঘাটতি রয়েছে যে দেশের সাথে- চীন।
- বিশ্বের যতটি দেশে বাংলাদেশে উৎপাদিত ঔষধ রপ্তানি করা হয়- ১৫৭টি।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শীর্ষ রপ্তানি খাত- তৈরি পোশাক।
- স্মার্ট মিউটেশন হলো- দ্বিতীয় প্রজন্মের নামজারি আইন।
- দেশের প্রথম আইন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হবে- মাদারীপুরের শিবচরে।
- দেশের যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম পিতৃত্বকালীন ছুটি চালু করে- রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়।
- বাংলাদেশের নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা- জুলাই, ২০২৫- জুন, ২০৩০।
- বিশ্বে প্রথমবারের মতো আইন করে পলিথিন নিষিদ্ধ করে- বাংলাদেশ।

'টাইম ১০০ নেক্সট ২০২৪' এ 'লিডারস' ক্যাটাগরিতে স্থান পান উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণে বাংলাদেশের অবস্থান- তৃতীয় (১ম- নেপাল ও ২য়- রুয়ান্ডা)।
- 'বাংলাদেশের শ্রম আইন, ২০০৬' অনুযায়ী যে বয়সি শিশুদের শ্রমকে 'শিশুশ্রম' হিসেবে ধরা হয়- ১৪ বছরের কম।
- 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যদের নিরাপত্তা আইন-২০০৯' রোহিত করা হয়- ২৯ আগস্ট, ২০২৪।
- সাইবার নিরাপত্তা আইনের পরিবর্তে নতুন আইনের খসড়ার নাম- সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪।
- যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নিলামে বাংলাদেশের যে চিত্রশিল্পীর চিত্রকর্ম বিক্রি হয়- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।
- ২০২৪ সালে গ্রিসে আয়োজিত ২৫তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়ার্ডে বাংলাদেশ পদক লাভ করে- ১৫টি (৩টি স্বর্ণ)।
- দেশের একক দীর্ঘতম রেলসেতু- যমুনা রেলওয়ে সেতু; দৈর্ঘ্য- ৪.৮ কি.মি. (পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল শুরু হয়- ২৬ নভেম্বর, ২০২৪)।
- এসঅ্যান্ডপি গ্লোবালের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্রেডিট রেটিং- বি প্লাস।
- দেশের প্রথম প্লাস্টিক বর্জ্য পৃথকীকরণ প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়- সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলায়।
- দেশের বৃহত্তম আন্ডারপাস নির্মিত হবে- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গোলচত্বরে।
- 'দ্য কনভেনশন অন এবোলিশিং দ্য রিকোয়ারমেন্ট অব লিগালাইজেশন অব লিগালাইজেশন অব ফরেন পাবলিক ডকুমেন্ট'-এ বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হয়- ২৯ জুলাই, ২০২৪।
- বাংলাদেশ Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBN) চুক্তির নথি জাতিসংঘে জমা দেয়- ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) হলো- বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ব্যবসা, বিনিয়োগ ও যোগাযোগ বাড়ানোর কৌশলগত উদ্যোগ।
- 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান', 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত', 'বাংলা গানের ইতিহাস' গ্রন্থগুলোর রচয়িতা- ড. গোলাম মুরশিদ।

CamScanner

- আন্তর্জাতিক ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউটের (IVI) বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য নির্বাচিত হন- অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির জগলুল।
- দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের অনলাইন মার্কেট প্লেস- weHatbazar।
- চাকমা ভাষার প্রথম চলচ্চিত্র- মর থেংগারি (My Bicycle); পরিচালক- অং রাখাইন।
- ২০২৫ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন আয়োজিত হবে- ঢাকা, বাংলাদেশ।
- টি-২০ তে বাংলাদেশ সর্বশেষ যে দেশটিকে হোয়াইটওয়াশ করেছে- ওয়েস্ট উইন্ডিজ।
- বাংলাদেশ সর্বশেষ যে দেশকে হোয়াইটওয়াশ করে টেস্ট সিরিজ জয়লাভ করে- পাকিস্তান।
- ২০২৪-২৫ বিপিএল-এ প্রথম সেঞ্চুরি করেন- উসমান খান (চিটাগং কিংস)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি- ড. নিয়াজ আহমেদ খান (৩০তম)।
- বিবিএস হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী দেশে বর্তমান মূল্যস্ফীতি- ১১.৩৮%।
- দেশের ৬২তম তফসিলি ব্যাংক- নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বাংলাদেশি সিনেটর- শেখ মোজাহিদুর রহমান।
- 'বাংলাদেশ হেপাটোলজির জনক' বলা হয়- অধ্যাপক ডা. মবিন খানকে।

নাসা'র প্রধান মহাকাশচারী জোসেফ এম আকাবা।

- যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থার (NASA) প্রধান মহাকাশচারী জোসেফ এম আকাবা বাংলাদেশে আসেন- ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- দেশের প্রথম প্রণীত ডিজিটাল বাণিজ্যের খসড়া নীতিমালার নাম- ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা-২০২৪।
- ১০ আগস্ট, ২০২৪ বাংলাদেশের যে বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর ১০০তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়- এস এম সুলতান।

সর্বশেষ ঘোষিত GI পণ্যসমূহ *[তথ্যসূত্র- dpdt.gov.bd]*

• শেরপুরের ছানার পায়েস • সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি • গাজীপুরের কাঁঠাল • কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান • অষ্টগ্রামের পনির • বরিশালের আমড়া • কুমারখালীর বেডশিট • দিনাজপুরের বেদানা লিচু • মুন্সীগঞ্জের পাতক্ষীর • নওগাঁর নাক ফজলি আম • টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের জুমর্কির সন্দেশ • ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ (সর্বশেষ বা ৫৬তম)। *[বাকি GI পণ্যগুলো "সাম্প্রতিক ক্যাপসুল-১"-এর ১৭ পৃষ্ঠায় দেয়া আছে]*

বিভিন্ন পরিসংখ্যানে শীর্ষ দেশ

- বিশ্বের বৃহত্তম ঋণদাতা দেশ- চীন।
- স্বর্ণ রিজার্ভে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- আফিম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- মিয়ানমার।
- পামওয়েল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- ইন্দোনেশিয়া (২য়- মালয়েশিয়া)।
- দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ সূচকে শীর্ষে- ভারত; বাংলাদেশ- ২য়।
- দক্ষিণ এশিয়ায় লিঙ্গসমতা সূচকে শীর্ষ (১ম) দেশ- বাংলাদেশ।
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ- ৩য়।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মোট আয়তনের বনভূমি রয়েছে- ১৫.৫৮%।
- ২০২৪ সালে বৈশ্বিক বায়ু দূষণ সমীক্ষায় শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ।
- ২০২৪ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান- ৩য়।
- স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- ১০৬তম।
- জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- ১৩তম।

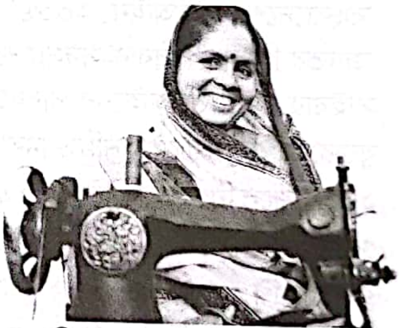

দক্ষিণ এশিয়ায় লিঙ্গসমতা সূচকে শীর্ষে বাংলাদেশ।

- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ- লুক্সেমবার্গ।
- বিশ্বের ব্যস্ততম কনটেইনার বন্দর- সাংহাই বন্দর, চীন (চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর- ৬৭তম)।
- পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ শহর- সিঙ্গাপুর সিটি (ঝুঁকিপূর্ণ শহর- কারাকাস, ভেনেজুয়েলা)।
- হেনলি পাসপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা যতটি দেশে ভিসা ছাড়া যেতে পারবে- ৪০টি দেশ।
- বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ- যুক্তরাষ্ট্র; ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ- জার্মানি; বাংলাদেশ- ৩৫তম।

CamScanner

এক নজরে সাম্প্রতিক (আন্তর্জাতিক)

- ৭ জানুয়ারি, ২০২৫ চীনের তিব্বতের শিগেৎসে শহরে সংঘটিত ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল- ৭.১।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মমি আবিষ্কৃত হয়- পেরুর রাজধানী লিমায়।
- ইউরোপিয়ান স্কাই শিল্ড ইনিশিয়েটিভ (ESSI) প্রকল্পের উদ্যোক্তা- জার্মানি।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংকে বৈধতা দেয়- রাশিয়া (৮ আগস্ট, ২০২৪)।
- বিশ্বের প্রথম কার্বন-নিরপেক্ষ শিশু- আদাভি (ডাকনাম- নোভা); ভারত।
- বিশ্বের প্রথম ডিজিটাল রাষ্ট্র- টুভ্যালু।
- 'এলিফ্যান্ট ট্রাঙ্ক রক' অবস্থিত- তাইওয়ানে।
- আল-হামরিয়া বন্দর যে দেশে অবস্থিত- সংযুক্ত আরব আমিরাত।

বিশ্বের প্রথম কার্বন-নিরপেক্ষ শিশু আদাভি।

- চাবাহার বন্দর- ওমান উপসাগারের তীরে অবস্থিত ইরানের বন্দর (পরিচালনার জন্য চুক্তি করে- ভারত)।
- ইরানের রাজধানী 'তেহরান' থেকে স্থানান্তর হবে- ওমান উপসাগরের (আরব সাগর) তীরে 'মাকরান' শহরে।
- গোয়াদার বন্দর- পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত (বন্দরটির জন্য চীন অর্থায়ন করে)।
- মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি- আল উদিদ বিমান ঘাঁটি (অবস্থান- কাতারে)।
- ইন্দোনেশিয়ার সরকার দেশটির নতুন রাজধানী 'নুসানতারা'য় প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন- ১২ আগস্ট, ২০২৪।
- মধ্য এশিয়ার যে দেশটি তাদের জাতীয় পতাকার নকশায় পরিবর্তন এনেছে- কিরগিজস্তান।
- বিরোধপূর্ণ 'কচ্ছথিভু দ্বীপ' যে দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত- শ্রীলংকা-ভারত (অবস্থান- পক প্রণালিতে)।
- জন্মহার বৃদ্ধি ও পরিবারকে সময় দিতে ৪ দিনের কর্ম সপ্তাহ (৩ দিনের ছুটি) চালু করেছে- জাপান।
- যে দেশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়- চীন।
- যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (FBI) বর্তমান পরিচালক- কাশ প্যাটেল।
- জাতিসংঘের কনভেনশন টু কমব্যাট মরুকরণ (UNCCD)-এর ১৬তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- রিয়াদ, সৌদি আরব।
- উইকিলিকস এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ যে দেশের নাগরিক- অস্ট্রেলিয়া (বন্দি ছিলেন যুক্তরাজ্যের কারাগারে)।
- উইকিলিকস হলো- গোপন তথ্য ফাঁসকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়)।
- ১৫ আগস্ট, ২০২৪ মধ্যপ্রাচ্যের যে দুটি দেশ প্রথমবারের মতো নিরাপত্তা, সামরিক ও সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতার সমঝোতা স্বাক্ষর করে- তুরস্ক ও ইরাক।
- ২০২৪ সালের ফোর্বস প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ক্ষমতাধর নারী- উরসুলা ভন ডার লেন।
- ২০২৪ সালের টাইম বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব- ডোনাল্ড ট্রাম্প (যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট)।
- সম্প্রতি যে প্রেসিডেন্ট অভিশংসিত হন- দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল।
- ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ যে দেশটি সামরিক আইন জারি করে- দক্ষিণ কোরিয়া।
- সম্প্রতি যে দেশটিতে অন্য দেশের পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ করা হয়- ডেনমার্ক।
- চাঁদে সফলভাবে নভোযান পাঠানোয় পঞ্চম দেশ- জাপান।
- স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুন (SLIM) যে দেশের চন্দ্রযান- জাপান।
- UNCTAD এর নতুন পূর্ণরূপ- UN Trade and Development.

২০২৪ সালের টাইম বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব ডোনাল্ড ট্রাম্প।

- জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (UNCTAD) ৬০ বছর পূর্তি হয়- ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- শাখারভ পুরস্কার ২০২৪ লাভ করেন- ভেনিজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া করিনা মাচাদো এবং এডমুন্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়া।
- গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান ও শনাক্তকরণে গঠিত কমিশনের নাম- কমিশন অব ইনকোয়ারি।
- উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত 'কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ট্রিটি' কার্যকর হয়- ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে কার্বন ডাই-অক্সাইড সংরক্ষণাগার পরিসেবা তৈরি করেছে- নরওয়ে।
- বিশ্বের প্রথম যে দেশে মানবদেহে বার্ড ফ্লুর টিকা দেওয়া শুরু হয়- ফিনল্যান্ড।

- 'ঈশ্বর কণা' বা 'গড পার্টিকেল' নামে খ্যাত 'হিগস বোসন' কণার জনক- নোবেলজয়ী ব্রিটিশ পদার্থবিদ পিটার হিগস।
- যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি চাকরিজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নে চালু করা নতুন বিভাগ- Department of Government Efficiency-DOGE (বিভাগটিতে সহ-প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়- ইলন মাস্ককে)।
- ভার্চুয়াল মুদ্রা 'জাক বাকস' এর নির্মাতা- মেটা (মার্ক জাকারবার্গের প্রতিষ্ঠান)।
- মুবারক মঞ্জিল- ভারতে অবস্থিত ৬ষ্ঠ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বাসভবন।
- ২০২৪ সালের জুনে আফ্রিকার যে দেশটিতে 'GEN-Z বিপ্লব' সূচনা হয়- কেনিয়া।
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে 6G ডিভাইস নির্মাণ করে- জাপান।
- ডেনমার্কের বর্তমান রাজা- দশক ফ্রেডেরিক।
- যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পাখির স্বীকৃতি লাভ করে- বাল্ড ঈগল।
- প্রথম ল্যাটিন বংশোদ্ভূত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন- মার্কো রুবিও।

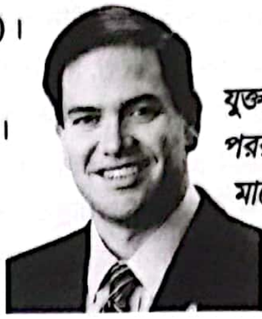

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

- ফোর্বস ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী শীর্ষ ধনী ব্যক্তিত্ব- বার্নার্ড আর্নল্ট (দ্বিতীয় শীর্ষ- ইলন মাস্ক)।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক প্রস্তাব পাস হয়- ২১ মার্চ, ২০২৪ (উত্থাপক- যুক্তরাষ্ট্র)।
- প্রথম আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম আন্তর্জাতিক সনদ।
- সম্প্রতি লিওনেল মেসি যুক্তরাষ্ট্রের যে সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা লাভ করেন- 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম'।
- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বন্দিদের মুক্তি দিতে যে দেশ মধ্যস্থতা করে- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করে ২৮ নভেম্বর আইন পাশ করে- অস্ট্রেলিয়া।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে শহরটি ভয়াবহ দাবানলের শিকার হয়- ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলস।

বিশ্ব রাজধানী-২০২৫

- ইউরোপিয়ান ক্যাপিটাল অব কালচার- স্লোভেনিয়ার নোভা গোরিকা এবং জার্মানির শেমনিৎজ।
- ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল- রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল।
- ইউরোপিয়ান গ্রিন ক্যাপিটাল- ভিলনিয়াস, লিথুয়ানিয়া।
- ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল অব স্পোর্টস- মোনাকো।
- মুসলিম বিশ্বের নিউ কালচারাল ক্যাপিটাল- সমরখন্দ, উজবেকিস্তান।
- ইউরোপিয়ান ইয়ুথ ক্যাপিটাল- লভিভ, ইউক্রেন।
- ২০২৩-২৫ 'বিশ্ব স্থাপত্য রাজধানী'- কোপেনগেহেন, ডেনমার্ক।

'বিশ্ব স্থাপত্য রাজধানী' ডেনমার্কের কোপেনগেহেন

জয়ন্তী-বার্ষিকী

বছর	জয়ন্তী	বছর	জয়ন্তী
২৫ বছর	রজত জয়ন্তী (Silver Jubilee)	৬০ বছর	হীরক জয়ন্তী (Diamond Jubilee)
৪০ বছর	রুবি জয়ন্তী	৭৫ বছর	প্লাটিনাম জয়ন্তী (Platinum Jubilee)
৫০ বছর	সুবর্ণ জয়ন্তী (Golden Jubilee)	১০০ বছর	শত বার্ষিকী (Centenary Jubilee)

বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ *[সূত্র: CEBR]*

- বর্তমানে বিশ্বে জিডিপি'র দিক দিয়ে (বৃহৎ অর্থনীতির দেশ) বাংলাদেশের অবস্থান- ৩৭তম।
- ২০৩৯ সালে জিডিপি'র দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান হবে- ২১তম।
- মাথাপিছু জিডিপিতে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে- মালদ্বীপ।
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অর্থনীতির দেশ- টুভ্যালু (১৮৯তম)।

CamScanner

জুলাইয়ের কয়েকজন শহিদের পরিচিতি

আবু সাঈদ

'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'- স্লোগানটি মূলত আবু সাঈদের অভিব্যক্তি

- পরিচয়- ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ।
- জন্মস্থান- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের বাবনপুর গ্রামে।
- পিতা- মকবুল হোসেন; মাতা- মনোয়ারা বেগম।
- শিক্ষার্থী ছিলেন- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের।
- শহিদ হন- ১৬ জুলাই, ২০২৪ (শহিদ হন- বেরোবি'র প্রধান ফটকের সামনে)।
- সমাধি- নিজ গ্রাম বাবনপুরে।
- আবু সাঈদকে নিয়ে অঙ্কিত শিল্পকর্ম 'উন্নত মম শির'-এর শিল্পী- শহীদ কবির।

মো. ওয়াসিম আকরাম

"চলে আসুন ষোলশহর" উক্তিটির সাথে জড়িত- শহিদ মো. ওয়াসিম আকরাম।

- পরিচয়- ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শহিদ।
- জন্মস্থান- কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ইউনিয়নে।
- পিতা- শফিউল আলম; মাতা- জ্যোৎস্না আক্তার।
- শিক্ষার্থী ছিলেন- চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের।
- শহিদ হন- ১৬ জুলাই, ২০২৪ (চট্টগ্রামের মুরাদপুরে)।
- সমাধি- নিজ এলাকা পেকুয়ায়।

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ

'পানি লাগবে পানি?' হৃদয়স্পর্শী এ আবেদনের সাথে সম্পৃক্ত- শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ।

- জন্মস্থান- উত্তরা, ঢাকা (গ্রামের বাড়ি- ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।
- পিতা- মীর মোস্তাফিজুর রহমান; মাতা- শাহনা চৌধুরী।
- শিক্ষার্থী ছিলেন- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিইউপি-এর।
- শহিদ হন- ১৮ জুলাই, ২০২৪ (উত্তরার আজমপুরে)।
- সমাধি- কামারপাড়া বামনারটেক কবরস্থান, উত্তরা।

[illegible] নাফিজ

- গ্রামের বাড়ি- ব্রা[illegible]।
- শহিদ হন- ৪ আ[illegible] ২০২৪ (ফার্মগেট খামারবাড়ী মৃত্তিকা ভবনের [illegible])।

শাইখ আসহাবুল ইয়ামিন

- জন্মস্থান- ঢাকা।
- পৈতৃক নিবাস- কুষ্টিয়ার কুমারখালী।
- শহিদ হন- ১৮ জুলাই, ২০২৪ (সাভারের পাকিজায়)।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সর্বকনিষ্ঠ শহিদ- আব্দুল আহাদ (৪ বছর); ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগে শহিদ হন।

পড়াগুলো যদি এমন হয় তাহলে কেমন হয়!

"জোবায়ের'স GK" ও "মৌলিক GK" বইটির কিছু নমুনা অংশ তুলে ধরা হল

সেন্টমার্টিন এখন মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

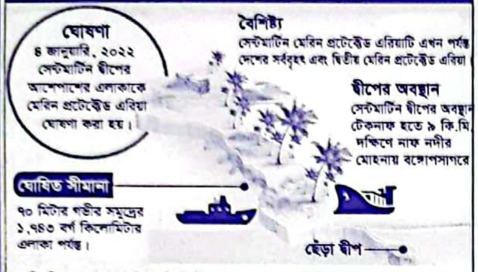

অনিয়ন্ত্রিত জাহাজ ও ইঞ্জিনচালিত নৌকার চলাচল, মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য সম্পদ আরোহণ, সমুদ্র বর্জ্য ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ নিক্ষেপ, প্রবাল উপনিবেশ ধ্বংস, জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনরোধে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলাধীন সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন এলাকাকে 'মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া' ঘোষণা করা হয়।

পদ্মা বহুমুখী সেতু

মেট্রোরেল প্রকল্প

বাংলাদেশে মেট্রোরেলের প্রথম যাত্রা

- ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ একনেকে (ECNEC) অনুমোদন করা হয়
- ২৬ জুন, ২০১৬ এর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হয়
- ২৯ আগস্ট, ২০২১ দেশের প্রথম মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হয়

২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ প্রথম বারের মতো উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

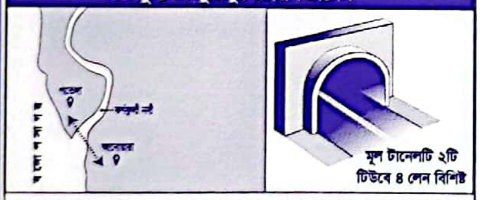

গুরু-শিষ্য

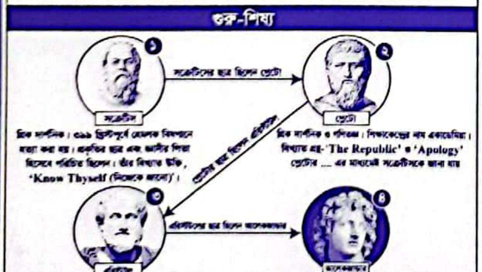

জোবায়ের'স সিরিজের সকল বই সরাসরি কুরিয়ারে পেতে যোগাযোগ করুন-rokomari.com-এ

সেন বংশের পতন ঘটান বখতিয়ার খলজি

বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) লক্ষণ সেনকে হটিয়ে নদীয়া (বাংলা) দখল করেন। পরবর্তীতে ১২০৫ সালে (মতান্তরে ১২০৪) সেনদের অন্যতম রাজধানী লক্ষণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন। এ সময় থেকেই লক্ষণাবতীর নাম হয় লখনৌতি। লক্ষণাবতী (গৌড়) কে কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বখতিয়ার খলজি আফগানিস্তানের গরমশির অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক।

সেন বংশের সর্বশেষ রাজা

বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা কে- লক্ষ্মণ সেন নাকি কেশব সেন?

লক্ষ্মণ সেন
মূলত ১২০৪ সালে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্যদিয়েই বাংলায় সেন বংশের অবসান ঘটে। ১২০৬ সালে লক্ষ্মণ সেন মৃত্যুবরণ করেন।

কেশব সেন
লক্ষ্মণ সেন মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২৫) ও কেশব সেন (১২২৫-১২৩০) কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করেন।

এই হিসেবে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সেন শাসনের তথা হিন্দু রাজাদের শাসনের অবসান ঘটলেও সেন বংশের সর্বশেষ রাজা কেশব সেন।

সম্রাট অশোককে কেন বৌদ্ধধর্মের 'কনস্ট্যানটাইন' বলা হয়?

কনস্ট্যানটাইন ছিলেন খ্রিস্টান রোমান সম্রাট। তাঁর সময়েই খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে বেশি প্রচার-প্রসার হয়। তিনি জেরুজালেমকে খ্রিস্টান ধর্মের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। আর সম্রাট অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়।
এজন্য রোমান সম্রাট কনস্যান্টটাইনের সাথে তুলনা করে সম্রাট অশোককে 'বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন' বলা হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

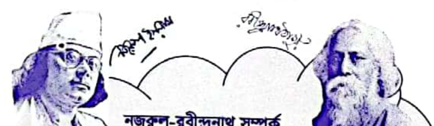

নজরুল-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক

- নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকাকে আর্শীবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- নজরুল জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। নজরুল খুশি হয়ে জেলে বসেই 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে....' কবিতাটি লিখেন।
- নজরুলের অনশনকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে টেলিগ্রাম পাঠান 'Give up hunger strike, Our literature claims you'.

গিফেন ও ভেবলেন দ্রব্য

গিফেন ও ভেবলেন দ্রব্য

গিফেন দ্রব্য: বাংলাদেশের জনগণের প্রধান খাবার ভাত। তবে অত্যন্ত স্বল্প আয়ের জনগণ সাধারণত ভাতের অভাবে কম দামে আলু খায়। এক্ষেত্রে গিফেন দ্রব্য হলো আলু।

ভেবলেন দ্রব্য: প্রদর্শন মনোভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভেবলেন দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ, হীরা, বিলাসবহুল গাড়ি ভেবলেন দ্রব্যের উদাহরণ।

রাষ্ট্রের ধারণা

- **জনসমষ্টি ①** জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রথম উপাদান
- **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ②** নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের দ্বিতীয় উপাদান
- **③ সরকার** রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হলো সরকার
- **④ সার্বভৌমত্ব** রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব

প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

- **হাতিয়ার:** শিকারকে সহজ করার জন্য হাতিয়ার উদ্ভাবন করেন।
- **আগুনের আবিষ্কার:** পুরাতন প্রস্তর যুগে আগুনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।
- **চিত্রকলা:** পুরাতন প্রস্তর যুগেই চিত্রকলার প্রথম উদ্ভাবন ঘটে।
- **ব্যবহার্য সামগ্রী:** এ যুগে পাত্রের ব্যবহার চালু হয়নি।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাস 'An Essay on the Principles of Population' গ্রন্থে জনসংখ্যা সম্বন্ধে যে তত্ত্বটি প্রচার করেন, এটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। ম্যালথাসের তত্ত্বের মূলভিত্তি ছিল জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবনধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে।

ম্যালথাস

ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে, অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২... এবং খাদ্য বাড়ে গাণিতিক হারে, অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬...।

সাম্প্রতিক ক্যাপসুলগুলোর উপর Summary Class দেখতে QR কোডটি Scan করুন....

CamScanner